25 Years of CAMPE

আলোর অভিযাত্রা

গণসাক্ষরতা অভিযানের পথচলার ২৫ বছর

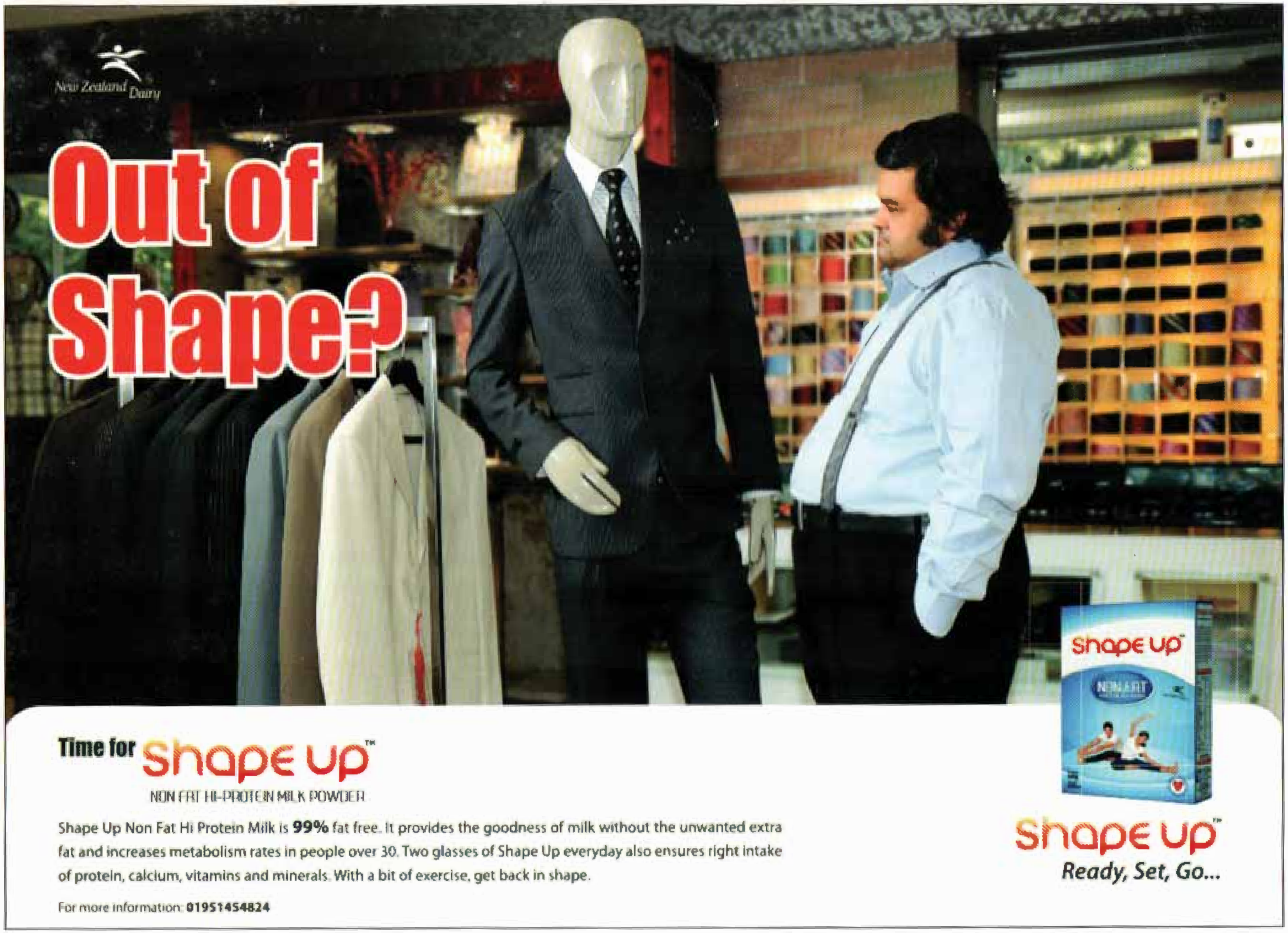
New Zealand Dairy
Out of Shape?
Time for Shape up™
NON FAT HI-PROTEIN MILK POWDER
Shape Up Non Fat Hi Protein Milk is **99%** fat free. It provides the goodness of milk without the unwanted extra fat and increases metabolism rates in people over 30. Two glasses of Shape Up everyday also ensures right intake of protein, calcium, vitamins and minerals. With a bit of exercise, get back in shape.
For more information: **01951454824**
Shape up™
NON FAT
Shape up™
Ready, Set, Go...

25 Years of CAMPE

আলোর অভিযাত্রা

১৯৯০ - ২০১৬

গণসাক্ষরতা অভিযান

Years of CAMPE

সম্পাদনা পর্ষদ
শফি আহমেদ
তপন কুমার দাশ
আবু রেজা
ফারদানা আলম সোমা
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

প্রচ্ছদ
জাহিদ হাসান বেনু

প্রকাশ কাল
৩০ এপ্রিল ২০১৬

প্রকাশক
রাশেদা কে. চৌধূরী
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ
ফোন: ৮৮ ০২ ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org

মুদ্রণ
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

সানন্দ নিবেদন

সারাদেশের সকল মানুষকে সাক্ষর করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াসে ১৯৯০ সালে গঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান। ধীরে ধীরে এ সংগঠনটির ভিত্তিমূল যেমন দৃঢ় হয়েছে, তেমনি কলেবর ও কর্মপরিধিও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশ ও বিদেশের অনেকের কাছেই এখন এই সংগঠনটি সুপরিচিত।

এ বছর গণসাক্ষরতা অভিযান তার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। এই উপলক্ষকে আনন্দমুখর করে তোলার জন্য আয়োজন করা হয়েছে রজত জয়ন্তী উৎসব। দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তরুণ শিক্ষার্থী সম্মেলন, শিক্ষা উপকরণ মেলা, অভিযানের সাধারণ সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুধী সমাবেশ ইত্যাদি। গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্যবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, অংশীজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা নিয়েই আয়োজিত হচ্ছে এসব অনুষ্ঠান।

এই উপলক্ষ কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হলো *আলোর অভিযাত্রা* শীর্ষক এই স্মরণিকা। সংকলনে গ্রন্থিত বিভিন্ন রচনায় অভিযানের সঙ্গে ব্যক্তিদের আন্তরিক স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে এবং সেসব থেকেই অভিযানের বিকাশ, কার্যক্রমের বৈচিত্র্য, লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

এই স্মরণিকাটি প্রকাশে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের প্রকাশনাকে সম্ভপর করে তুলেছে, তাদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদনা পর্ষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
Bangladesh Parliament

মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি
ডেপুটি স্পীকার
সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১৯৪০৭, ফ্যাক্স ঃ ৯১৩০৬৩৫
E-mail : deputy.speaker@parliament.gov.bd
Web : www.parliament.gov.bd

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, গণসাক্ষরতা অভিযানের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ উপলক্ষে এ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা ও বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষিত জনগণ তথা জাতিই পারে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে। এ জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ জন্য এ সংগঠনকে আমি সাধুবাদ জানাই।

মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের গৃহীত সকল উদ্যোগের প্রতি রইলো অফুরন্ত শুভ কামনা।

১৮.৪.১৬

(মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি)
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, এমপি
ডেপুটি স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

25 Years of CAMPE

Years of CAMPE

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী

২০ এপ্রিল, ২০১৬

বাণী

'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। এই শুভলগ্নে আমি এ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আজ বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময়। এ অর্জনকে আরো সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন শিক্ষিত ও কারিগরি দক্ষতাসমৃদ্ধ মানবসম্পদ। দেশের সকল মানুষের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি কাজ করে চলেছে 'গণসাক্ষরতা অভিযান'। এ সংগঠনের এ ধরনের উদ্যোগ দেশকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মানসম্মত শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে এ সংগঠনের সকল কর্মসূচির প্রতি আমাদের সমর্থন ও শুভ কামনা থাকলো। আমি এ সংগঠনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি)

ঠিকানা : ভবন-৭ (৪র্থ তলা), কক্ষ : ৩৩২-৩৩৯, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ০৮৮-০২ ৯৫১৪৪৭৭, ৯৫১৪৩০১ (পিএস), ৯৫৭১৫১৫ (এপিএস), ৯৫১২২০৪ (পিআরও), ফ্যাক্স : ০৮৮-০২-৯৫১৪৪০৪

Nurul Islam Nahid M.P
Minister
Ministry of Education
Government of the people's
Republic of Bangladesh

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ এপ্রিল ১৮, ২০১৬ খ্রি:

বাণী

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ২৫ বছর পূর্তিতে এ সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি, সমাপনী পরীক্ষায় বিপুল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, বছরের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অর্জন আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। শিক্ষার এ সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানও নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা, এডভোকেসি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংগঠনটি ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এ ধরনের কর্ম-উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

১৮/৪/১৬

(নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি)

Room-1814, Building-6, Bangladesh Secretariat, Dhaka. Phone: 880-2-9540395, Fax: 880-2-9577955, E-mail: minister@moedu.gov.bd, www.moedu.gov.bd

Years of CAMPE

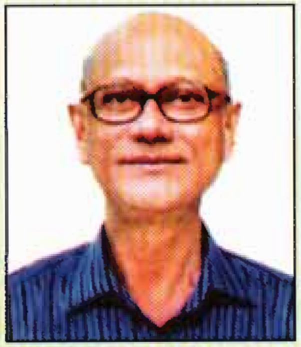

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

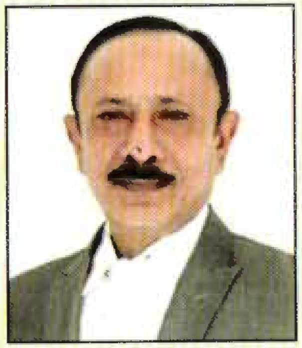

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Mostafizur Rahman, M.P
Minister
Ministry of Primary and Mass Education
Government of the people's
Republic of Bangladesh

মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি
মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংগঠনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। জেন্ডার সমতাসহ বিদ্যালয়ে শিশুভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায়ও অগ্রগতি লক্ষণীয়। মৌলিক শিক্ষা বিষয়ক অঙ্গীকারসমূহ সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সকল প্রয়াস বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক অর্জনে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানও নানা ধরনের কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সব সময়ই সরকারের সঙ্গে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য সংগঠনটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি, শিক্ষা উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের গৃহীত সকল কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি আনন্দ সংবাদ। এ উপলক্ষে সংগঠনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তির লক্ষ্যও প্রায় অর্জনের পথে। এজন্য বাংলাদেশ সারাবিশ্বে আজ প্রশংসিত। বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযানের নানাবিধ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান শিশু-কিশোরদের মন-মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশে গণসাক্ষরতা অভিযানের সকল উদ্যোগকে শুভ কামনা জানাই।

নন্দিত এ প্রতিষ্ঠানের আলোকচ্ছটা অব্যাহত থাকবে অনন্ত সময় ধরে। এ আমার একান্ত বিশ্বাস।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
১৮.৪.১৮

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

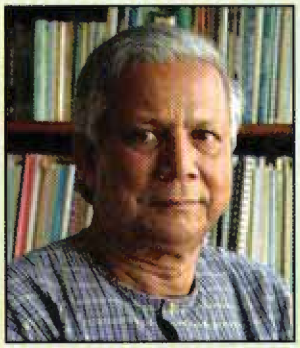

Professor Muhammad Yunus
Nobel Laureate

YUNUS CENTRE
Grameen Bank Bhaban
16th Floor, Mirpur 2
Dhaka 1216
+88 02 903 57 55

Message from
Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus

When I think about education I always feel that we are at a great historical moment to redesign education in a completely different way, breaking away from the conventional system of providing education. History is waiting for us, with a great opportunity, to make a giant shift.

Firstly education can be provided everywhere, and does not have to be limited to the conventional class room bound education. Technology allows us do that. Education can be made available to everyone anywhere without any question of affordability. It can be made available to people of all ages, and in all places. Everyone -- rich, poor, urban, rural, inaccessible, or remote - should have the possibility to learn from the best teachers of the world. No one would have to learn from second class or other categories of teachers. In that new system, there will no longer be any privileged students who enjoy the exclusive opportunity to learn from the best teachers in the world. Everyone will have equal access and be equally privileged to access that. Education should be made available wherever we are, whenever we want, and it should encompass whatever we want to learn. I believe strongly that the purpose of education should be to help young people discover the potential inside of each of them, encourage the youth to dream about a world they would like to create, and prepare them to make their dreams come true.

Education should enable everybody to learn that he or she has the power to create the world he/she wants. Purpose of education should be to prepare every young person to be an entrepreneur. To help them come out of school as job creators, not as job-seekers and make his or her dreams come true.

Not only our own education system has to go a long way in creating the new education system, the whole world will need to do that. We can turn the reality that our system today exists at the far end of the global system, into an advantage. We can build a new system faster than any other developed system. This is our advantage. We must make the most of this advantage.

CAMPE is dedicated to the commendable task of working within the existing system trying to improve of the quality and access to education. CAMPE can also play an important role in transforming the system too. I congratulate CAMPE on its 25th anniversary for its commitment and contribution to the improvement of our education in all its many dimensions, and wish it continued success for its work.

कैलाश सत्यार्थी | KAILASH SATYARTHI

Message from Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi
Founder, Kailash Satyarthi Children's Foundation

Dear Rashida Apa, my sisters and brothers at CAMPE,

Although I am unable to attend this wonderful occasion of CAMPE's Silver Jubilee celebrations today, my heart and soul are with you.

I am aware of the great work CAMPE has done in creating an educated, equitable and developed Bangladesh through the democratisation of education and facilitating learning for all. The organisation has also been greatly influential in bringing about remarkable policy changes, and I hold nothing but immense respect for its work and people.

I recall the day of formation of Global Campaign for Education in Brussels in 1999. The visionary leadership displayed there by my dear sister Rashida Apa, had me highly impressed. The organisation has added unprecedented value with its association as a board member of GCE and has made us proud innumerable times by mobilizing the largest number of children and people for the Global Action Week for Education, besides other things. There are a very few organisations that have been as impactful in galvanising the support of people and creation of a literate society.

My wife, Sumedha and I were deeply moved by the passion you displayed, when we met in June 2015. Your strategic interventions and the outreach accomplished nationally are extraordinary.

I am confident that CAMPE will be able to lead a popular movement in making Bangladesh and the whole world completely free of illiteracy. A world where every child receives free, inclusive, quality and equitable public education as a human right, and where the education of every adult is ensured as well.

I share this dream with you.

Let us march from exploitation to education, from ignorance to enlightenment, from mortality to divinity.

Best wishes.

Kailash Satyarthi

25 Years of CAMPE

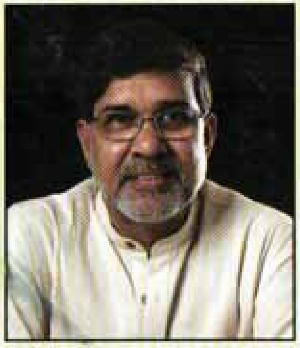

Kailash Satyarthi
Founder
Kailash Satyarthi Children's Foundation

25 Years of CAMPE

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে সবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। দেশে সাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এ জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সব মানুষকে লেখাপড়া শেখানো বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার প্রসার। এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশে একটি শিক্ষিত, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিন্দন জানাই।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor Dr. Mizanur Rahman
LL.M (Hons), MCL (Cum Laude)
PCD (Distinction), Dip. in Journalism, DICL, Ph.D.
Chairman, National Human Rights Commission, Bangladesh

বাণী

আধুনিক পৃথিবীতে শিক্ষাও অন্যতম মানবাধিকার বলে স্বীকৃত। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং সামাজিক সাম্য অর্জনে অধিকারবঞ্চিত মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো শিক্ষা। এটি আনন্দের কথা যে, আমাদের দেশের বর্তমান সরকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দীর্ঘদিনব্যাপী তাদের তৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষা ও জনসচেতনতায় নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরলসভাবে এই দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে দেশের শত শত বেসরকারি সংস্থার ঐক্যজোট হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তিতে আমাদের প্রত্যাশা, তাদের সকল কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে শিক্ষাকে এদেশে মানবাধিকার হিসেবে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই শুভলগ্নে প্রতিষ্ঠানটির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, সদস্য, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে গণসাক্ষরতা অভিযানের পথচলা অব্যাহত থাকবে এবং অধিকতর গতিশীল হবে।

২৯/০৪/২০১৬

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

Years of CAMPE

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন
গণসাক্ষরতা অভিযান

brac

Sir Fazle Hasan Abed KCMG
Founder and Chairperson

স্বাধীনতার পরপরই অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দেশ গড়ার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক সময় সংস্থাগুলো উপলব্ধি করে শিক্ষা ছাড়া মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি থেকেই উন্নয়ন সংস্থাগুলো উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে।

নব্বই-এর দশকে দেখা গেল, শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনের সংখ্যা দুইশ' ছাড়িয়ে গেছে। তখন বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত এসব উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকলে যাতে একযোগে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে আমরা একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক হিসেবে *গণসাক্ষরতা অভিযান* প্রতিষ্ঠা করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিনের সেই ছোট্ট সংগঠনটি আজ তিলে তিলে বড় হয়ে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্ক হিসেবে দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, এ জন্য আমরা সবাই আনন্দিত ও গর্বিত।

গণসাক্ষরতা অভিযান এদেশে শিক্ষার উন্নয়নে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। শিক্ষা বিষয়ক এডভোকেসি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা উন্নয়নের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানের 'এডুকেশন ওয়াচ' গবেষণা এদেশের শিক্ষার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিদেশেও এ গবেষণা অনুসৃত হচ্ছে। এ গবেষণাটি আগ্রহী অনেক গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকার কিছু দেশেও সিভিল সোসাইটিতে এই অনুসন্ধানীমূলক মডেলটি অনুসৃত হচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। তবে এখনো শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তৃতির জন্য আরো অনেক কিছু করার প্রয়োজন আছে। আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প শিক্ষা কর্মসূচি ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ সমতা অর্জন করতে হবে, সর্বোপরি সকল নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে। এসব কাজে সরকারের পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) আলোকে সাক্ষর ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যথাযথ এডভোকেসি করতে পারলে দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তিতে এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে যারা সংস্থাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাদের প্রতি বিশেষ করে প্রয়াত বন্ধু আ. ন. ম. ইউসুফ ও আবদুল্লাহ আল-মুতি সরফুদ্দিনের অবদান আমি আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ভবিষ্যতে এই সংস্থাটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২৫.৪.২০১৬

Message from GCE Board

Camilla Croso

Monique Fouilhoux

On behalf of the Global Campaign for Education, we would like to congratulate the Campaign for Popular Education for its 25th Anniversary. CAMPE is a founding member of the GCE and we have had the joy and honour of sharing ideals, horizons and joint efforts with CAMPE over so many years, towards a world where justice and dignity prevail. CAMPE has always inspired our movement, with its ability to connect with the grassroots and the people of Bangladesh, at the same time that it occupied key advocacy and policy debate positions at the national, regional and international levels. The high quality research, the strategic communication and the vast mobilisations that it has been carrying out during Global Action Weeks and beyond, speaks of its importance and legitimacy. Bravo CAMPE, and that your passionate action may continue for many years to come!

Camilla Croso, GCE President
Monique Fouilhoux, Chair of the GCE Board

Jose Roberto Guevara

Maria Lourdes Almazan Khan

Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education
Learning Beyond Boundaries

Jose Roberto Guevara
President

Maria Lourdes A. Khan
Secretary General

Executive Council

Saloni Singh
Dominic M. D'Souza
Naomi Kamijo
Batjargal Batkhuyag
Dina Lumbantobing
Thein Lwin
Sashi Kiran Charan
Timote M. Vaioleti

Agnes H. Maranan
Corporate Secretary

24 April 2016

Dear friends and colleagues in CAMPE,

ASPBAE extends our warmest congratulations to you all on your silver jubilee celebrations!

What a truly joyous moment this is for you and for all those who have been a part of CAMPE's inspiring journey over the last 25 years. From the formation of the organisation in 1990 with 15 founding members, CAMPE has since grown leaps and bounds and today can be proud to count over 1,300 members in its fold, dedicated to ensuring equal access to quality education and lifelong learning opportunities for all children, youth and adults in Bangladesh.

ASPBAE is honoured to have had a long association with CAMPE. Our partnership goes back to the year of your inception, as we stood side by side, forming part of an Asia Pacific civil society movement advancing 'education for all'. Since those historic days of the Jomtien era, we have worked closely at several regional and global policy spaces to guarantee a credible, grounded civil society voice and to champion the education rights especially of marginalised groups. Through these many years, we have watched CAMPE's work in deep admiration and awe. When communities come together to ensure and protect their basic rights, they build a better future for themselves and for their families. CAMPE certainly has had a significant role to play in building these futures -setting a high bar to inspire and emulate.

We cherish our partnership with CAMPE - the oldest and a very valued coalition member in the ASPBAE family. We look forward to our continued collaboration and friendship for the next 25 years, and more!

Obhinondon o onek shuvokamona CAMPE!

On behalf of the ASPBAE Executive Council and staff.

Jose Roberto Guevara
ASPBAE President

Maria Lourdes Almazan Khan
ASPBAE Secretary General

A S P B A E
c/o MAAPL, Eucharistic Congress Building No. 3, 5, Convent Street, Mumbai - 400039, India.
Tel: 91-22-22021391 / 22816853, Fax: 91-22-22832217
E-mail: aspbae@gmail.com, Website: www.aspbae.org

Sandra L Morrison, President
International Council for Adult Education
Av. 18 de julio 2095 / 301
Montevideo -11200]
Uruguay

15 April 2016

Dear friends and colleagues of CAMPE,

How wonderful to know that CAMPE is celebrating its Silver Jubilee. Since your small beginning in 1990 with a membership of 15 member organisations to a current membership of more than 1300, there is indeed much reason to celebrate. It is no mean feat to engage with the Education for All agenda and to commit to achieving the goals of Education for All (EFA) and now to the Sustainable Development Goal's (SDG's) through advocacy, research, documentation and dissemination, capacity building, networking, campaigning and awareness raising. Over your long journey, CAMPE has built a formidable reputation through activities and programmes which aim to make a difference to peoples' lives. This can only occur through having staff and a membership who are rooted in their local context, who are aware of the realities that communities face every day and who respond to the needs of the community. CAMPE's longevity is a testament to its work on the ground, its sterling efforts through a dedicated team of people who ensure that they contribute positively to community wellbeing and to a broader based education policy agenda. A large part of your success must also surely be attributed to your past and present leadership and forward looking vision, your institutional development and commitment to good governance.

May your success continue as you advocate for access and quality of education for boys and girls particularly the marginalised and poor. May you stand strong in promoting the critical voice of civil society of which education is imperative to any development pathway. As you enter your planned events of celebration, we your partners in ICAE celebrate with you. We stand in admiration of your efforts, praise of your achievements and marvel at your successes.

Congratulations and salutations CAMPE.

Sincerely

Sandra Lee Morrison
President, ICAE.

Sandra L Morrison
President
International Council for Adult Education

Rudi van Dael
Co-Chair
Education Local Consultative Group (ELCG), Bangladesh
Senior Social Sector Specialist, Asian Development Bank

Rudi van Dael
Co-Chair
Education Local Consultative Group (ELCG), Bangladesh
Senior Social Sector Specialist, Asian Development Bank

Message for

CAMPE on its Silver Jubilee

It has been indeed a pleasure to be a part of CAMPE's eventful journey in promoting quality education for all. Its commitment towards ensuring people's right to education has been the driving force behind all its interventions. A positive approach and a passion for quality education by its leaders and the entire team have led the organization to earn many laurels over the years and it has reasons to celebrate.

As a civil society platform, CAMPE has been contributing significantly in the national planning process and also been instrumental behind some major policy changes for which the people in general have benefitted.

CAMPE's role in amplifying grassroots voice is what makes it unique and closer to people.

I wish CAMPE all the very best for today, tomorrow and years to follow.

Rudi van Dael

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Dhaka Office
House : 122, Road: 01, Block: F
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel: 9873210, 9862073 FAX : 9871150
URL: www.unesco.org/dhaka
Email: dhaka@unesco.org

I congratulate Campaign for Popular Education (CAMPE) in their celebration of its Silver Jubilee in 2016. All my heartiest felicitations go to this festive occasion.

CAMPE has contributed to the arena of education through significant research, advocacy and its campaign to realize Rights to Education for All. CAMPE is the active promoter of the goals that UNESCO cherishes and upholds and it works jointly with UNESCO Dhaka in achieving Education for All. I look forward to our excellent working relationship with CAMPE to continue in future and to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), in particular SDG 4 "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all".

On this auspicious occasion, I would like to congratulate CAMPE for their achievements and contribution to the education sector in Bangladesh.

Beatrice Kaldun

Beatrice Kaldun
Head and Representative
UNESCO Office in Dhaka

Cornelius Hacking

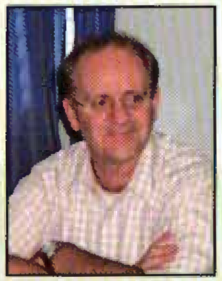

Arnold van der Zanden

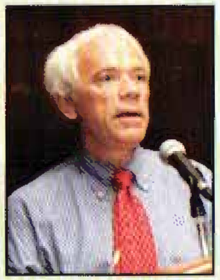

Theo Oltheten

Royal Netherlands Embassy

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Dhaka
House 49, Road 90, Gulshan-2
Dhaka, Bangladesh

Our wholehearted congratulations to CAMPE on your 25th anniversary!

This is a time for celebrating, happiness, and looking back at 25 years of successfully working together with the Government, NGOs and the international community to achieve education for all and the education millennium development goals in Bangladesh. It has been a privilege for us to partner with CAMPE's highly dedicated and motivated management and staff. We know that CAMPE has significantly contributed to increasing awareness in Bangladesh and beyond about the importance of formal and non-formal education for literacy, numeracy and life skills, as well as for strengthening democracy, human rights, gender equality and protection of the environment.

We wish CAMPE many more successful years!

Cornelius Hacking (2001-2004)
Arnold van der Zanden (2004-2007)
Theo Oltheten (2007-2011)

(First Secretaries Education,
Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Dhaka)

Greetings

Best Wishes to CAMPE for the Silver Jubilee Celebrations

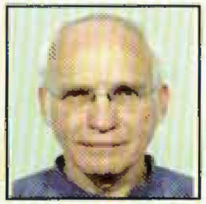

It has been a privilege and honour to be associated with CAMPE from the time it was established 25 years ago until today. Habibur Rahman as the first coordinator was key to getting CAMPE recognised as the umbrella organisation for education in Bangladesh. The success of CAMPE has been due to both its capable and hardworking staff and its supportive and influential board members. Rasheda Chowdhury has very capably led CAMPE for two decades during which time it has gained both national and global recognition as the civil society organisation representing education NGOs in Bangladesh. I cannot imagine education in Bangladesh without CAMPE!

James Jennings
Educational Consultant
Formerly, Chief of Education, UNICEF Bangladesh

Skills Development means developing a person and his or her potential skill that sets to equip the person for a better life and living through competition in the job market. Fostering an attitude of appreciation for lifelong learning is the key to workplace success. Continuous learning and developing of one's skills requires identification of the skills needed and then successfully seeking out training, or on-the-job opportunities for acquiring those life skills.

CAMPE, a network of NGOs, researchers and educators, working with the disadvantaged groups for ensuring right to education for a life with dignity, has not only been providing inputs to quality education but trying to link it with life skills. As a developing country, Bangladesh is in need of skilled manpower for developing its industrial sector. Nothing could be better than turning its huge population of 160 million into a skilled work force.

I appreciate CAMPE's efforts and its vision to develop human potential for a developed Bangladesh. I wish the organization, its leaders and staff success in their efforts at the grass root level and beyond.

Salahuddin Kasem Khan
Co-chair, EC, NSDC

শুভেচ্ছা

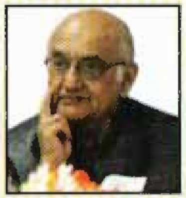

CAMPE-এর কাজ তো খুবই প্রসংশনীয়, very creditable, এখানে সকলে যে গবেষণা করে কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো আমিও ব্যবহার করছি, নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেনও ব্যবহার করেছে, When they are talking about Bangladesh education system, আর অন্য যে সব কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে Quality of education-এর উপর যে emphasis দিয়ে Primary education-এর ওপর গবেষণা করে অনেক information প্রচার করেছেন সেটা তো extremely important।

এখন আমাদের শিক্ষায় ভাল ফল হচ্ছে। We have got a good record compared to many other countries, কিন্তু এখনো আমাদের অনেক কিছু করার আছে। আমি যখন বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু Quality of education-এ variation আছে। সামান্য ভাল স্কুল আছে, কিছু লোক যাদের সক্ষমতা আছে তারা প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছে, সেখানে হয়ত তারা Level of education পাচ্ছে, কিন্তু বিপুল সংখ্যক লোক তো তা পাচ্ছে না।

এক্ষেত্রে CAMPE গবেষণা করে, বিশ্লেষণ করে যে বিষয়টি বের করে এনেছে সেটা তো যে কোনো পলিসি মেকারদের জন্য একটা বড় ফসল। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী যদি জানতে চান, কোন জায়গায় সমস্যা আছে বা কী করা প্রয়োজন সেটা তো CAMPE-এর গবেষণার মধ্যেই পাবেন, অনেক তথ্য আছে, তাছাড়া গবেষকরা যদি আরো গভীরে discussion করতে চান বা analysis করতে চান, তাও আছে।

CAMPE যে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে প্রচার করেছে সেটায় আমি তো তাদেরকে একবার নয় ১০ বার অভিনন্দন জানাতে চাই। তারা যে কাজ করছে সেটা শুধু আমার জন্য নয়, তা পলিসি মেকারদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বা আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্য, All of them benefit from such analyses and they should go on doing this work। CAMPE-এর Silver Jubliee celebration-এর জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

প্রফেসর রেহমান সোবহান
অর্থনীতিবিদ
চেয়ারম্যান, সিপিডি

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান-এর আন্দোলন ও অগ্রযাত্রায় আমিও একজন অংশীদার হিসেবে গর্ব বোধ করি। এ সংগঠনের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী গবেষণা এডুকেশন ওয়াচ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রমের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির মত প্রকাশের পথ সুগম হয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্তির এ শুভক্ষণে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কাজী ফজলুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও
চেয়ারপার্সন, এডুকেশন ওয়াচ

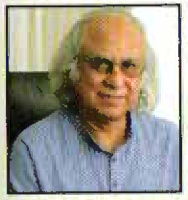

শিক্ষা মানুষের অন্যতম অধিকার। এ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে গণসাক্ষরতা অভিযান সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষাবিষয়ক নীতি নির্ধারণী গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বিকাশে এ সংগঠন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনমত সংগ্রহে গণসাক্ষরতা অভিযান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষায় অর্থায়ন বিষয়ক অভিযান-এর অব্যাহত প্রয়াস শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসমূলক সরকারি কার্যক্রমকে জোরদার করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযানের পঁচিশ বছর পূর্তির শুভলগ্নে আমি এ সংগঠনের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ
কো-চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও
চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন

শিক্ষা উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত হলেও দেশের একটি অংশের মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। সেখানেই থমকে আছে উন্নয়ন। শিক্ষার সংকট মানে অজ্ঞতা ও সংস্কারে পূর্ণ একটি ক্ষেত্র। সেখানে মানুষ সামনের কিছু দেখতে পারে না। ছোট্ট একটি বৃত্তের ভেতর নিজেকে কল্পনা করতে থাকে। ওই সমাজেই বাল্য বিবাহ হয়, ওই সমাজেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে শিশু, ওই সমাজেই শিশুকালেই কাঁধে চাপে রোজগারের বোঝা। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এ পরিস্থিতি অনেকটাই কমছে। তারপরেও বৈশ্বিক উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সুবাতাস এ যুগেও পৌঁছায়নি এমন ক্ষেত্রও রয়েছে। আবার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর অনেক দুর্বলতা ও দৈন্যও রয়ে গেছে, যার কারণে শিক্ষায় বৈষম্য, অপ্রাপ্তি, সুযোগের অভাবের মতো বিষয় সামনে আসে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার তাই সবসময় রাষ্ট্রের সুদৃষ্টি থাকে শিক্ষার প্রতি। তার পরেও সকল খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সরকারেরও সংকট থেকে যায়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম বেসরকারি সংগঠন গণসাক্ষরতা অভিযান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়ন ও নীতি পরিকল্পনার শীর্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় দেশীয় বহু সংগঠনকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে প্রাণিত করেছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সংকটগুলো যেমন চিহ্নিত হচ্ছে, একইভাবে বেরিয়ে আসা সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে সরকারসহ উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক এই কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান দেশের সকল মহলের কাছে বারংবার প্রশংসিত হয়েছে।

২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শাইখ সিরাজ
পরিচালক ও বার্তা প্রধান, চ্যানেল আই

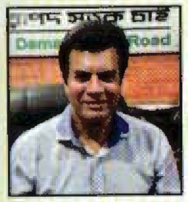

এ দেশের সকল মানুষের মাঝে প্রকৃত ও যুগোপযোগী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য সরকার, এনজিও ও নাগরিক সমাজের যৌথ অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণসাক্ষরতা অভিযান সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক, পরিবেশ উন্নয়ন, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের সব মানুষ নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর জন্য থাকল শুভ কামনা।

ইলিয়াস কাঞ্চন
চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই

25 Years of CAMPE

জন্মলগ্ন থেকেই 'সবার জন্য শিক্ষা'-কে গণসাক্ষরতা অভিযান তার কর্মক্ষেত্রের প্রধান মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃত অর্থেই সবার জন্য শিক্ষা চাই। তাই সবাইকে যুক্ত করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি, আদিবাসী এবং স্থানীয় সুশীল সমাজ ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে অভিযান সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে সে কথা বোঝাতেই আমাদের কাজের শরিক একজন আদিবাসী নেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃতী প্রধান শিক্ষকের শুভেচ্ছা বাণী এখানে সংকলিত হল।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পথচলার ২৫ বছর পূর্তিতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই দীর্ঘ পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান শিশু শিক্ষা যে অধিকার তা প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রচেষ্টায় গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারি এবং অনেক বেসরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে আদিবাসী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি তা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গ্রহণের ক্ষেত্রে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও গণসাক্ষরতা অভিযান সকলকে সঙ্গে নিয়ে অবহেলিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

এলবার্ট মানকিন, নির্বাহী পরিচালক, সিপ্রাড

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ তৈরি করাসহ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করছে। এমনকি কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ভাবনা, শিশুরা কেমন পাঠ্য বই চায়, তা তাদের কাছ থেকে জেনে সরকারের সংশ্লিষ্ট স্তরে তথ্য পৌঁছে দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তৈরি করছে চমৎকার মেলবন্ধন। স্বপ্ন দেখি, গণসাক্ষরতা অভিযান তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিশ্ব মানের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করবে; যেখানে প্রতিটি শিশু তার স্বপ্নের শিখরে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে।

নিশাত মজুমদার, এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী

এটা স্বীকৃত সত্য যে, প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই জীবন হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল ও সুখময়। কিন্তু উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর সমাজে এ জন্যে প্রয়োজন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারণা। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও একাগ্রচিত্তে এ মহৎ কাজটি করে যাচ্ছে গণসাক্ষরতা অভিযান। এতে উপকৃত হচ্ছে শিক্ষা-সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আর একদিকে প্রতি বছর স্কুলে ভর্তির সময় সারাদেশে শিক্ষামূলক যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করায় সুধিসমাজে ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পটি নতুন চেতনায় আলোকিত হচ্ছে। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র যাত্রাশিল্প মহল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

মিলন কান্তি দে, সভাপতি, বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা

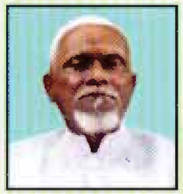

একটি জাতির উন্নয়নে শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে এ শিক্ষার অন্যতম ভিত। গণসাক্ষরতা অভিযান তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি এডুকেশন গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এ কাজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন ঘটেছে। গণসাক্ষরতা অভিযানের এ কার্যক্রম সারা দেশে প্রসারিত হোক সেই কামনা করি।

আমি গণসাক্ষরতা অভিযানের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সংস্থার সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

সৈয়দ আহমদুল হক, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ সদর ও সভাপতি, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, তেঘড়িয়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষা যত দৃঢ় হবে একজন শিক্ষার্থীর জীবন তথা ভবিষ্যৎ ততই সমৃদ্ধ হবে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনায় দক্ষ করে তুলছে। দেশের অগ্রগামী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম অডিও-ভিজুয়ালের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়নে এ সংস্থাটির গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসনীয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান যাতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে এই কামনা করি।

খলিলুর রহমান, লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর (২০১০ সালে নির্বাচিত দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)

ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী

বাংলাদেশের শিক্ষা অঙ্গন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এক অবিস্মরণীয় নাম। উঁচু মাপের সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু দেশের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের একেবারে শৈশবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং অনুপ্রেরণা এই সংগঠনের সকল কার্যক্রমকে বিশেষভাবে সৃজনধর্মী ও বেগবান করে তোলে। ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর এই মহান শিক্ষাকর্মী মৃত্যুবরণ করেন।

আ. ন. ম. ইউসুফ

আ. ন. ম. ইউসুফ গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে এই সংগঠনকে বিশেষভাবে সক্রিয় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্তরে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার কারণে তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিরহঙ্কার, সদাশয় ও দক্ষ এই কর্মীপুরুষ ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আমাদের শোকার্ত করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

মুহাম্মদ আজিজুল হক

আমাদের সংগঠনের এক মহান কর্মী মুহাম্মদ আজিজুল হকের জীবনাবসান ঘটে ২০১০ সালের ২৮ জুলাই। তিনিও দীর্ঘদিন প্রধান উপদেষ্টা এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের নানা কার্যক্রমে তিনি যে শুধু সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তাই নয়, এদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অনেক আগে থেকেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, অনিয়মিত লেখক মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সুশান্ত অধিকারী

১৯৭২-এ সদ্যস্বাধীন কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে পতিত বাংলাদেশে যাঁরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সুশান্ত অধিকারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে ছিল শিক্ষা ও সাক্ষরতার অগ্রাধিকার। শিক্ষা বিস্তারকে তিনি সমাজ সংস্কারের এক হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন। ১৯৯০ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠায় তিনিও ছিলেন এক অনন্য কর্মী। নানাভাবে এই সংগঠনকে তিনি সহায়তা দিয়েছেন এবং এর সামগ্রিক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফেসর রোকেয়া রহমান কবির

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন আজ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া রহমান কবিরের নাম সগৌরবে উচ্চারণ করতেই হয়। সমাজ যখন নানা পশ্চাৎপদ সংস্কারের বৃত্তে আবদ্ধ, তখন তিনি প্রগতির এক মূর্তিমতী প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। বিদুষী এই নারী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা, বিজ্ঞানমনস্ক এবং সমাজ প্রগতি আন্দোলনের এক নির্ভীক কর্মী। গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তিনি আমাদের নানান দিক্-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২০০১ সালের ২৮ জুলাই এই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

মোঃ আতাউর রহমান

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমৃত্যু নিজেকে নিবেদন করেছিলেন মোঃ আতাউর রহমান। দরিদ্র, নিরুপায় এবং সহায়হীন মানুষের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা যে নির্বিকল্প, সে কথা তিনি জানতেন এবং সেই সূত্রেই তিনি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হন। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে এর দক্ষ পরিচালনায় তিনি সর্বদাই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সমাজভাবুক ও শ্রান্তিহীন এই মানুষটি ২০০৩ সালের ৬ আগস্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

25 Years of CAMPE

আমাদের পরম স্বজন, যাঁরা গণসাক্ষরতা অভিযানের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু আজ আর তাঁরা আমাদের মাঝে নেই। পঁচিশ বছর পেরিয়ে আসার এই আনন্দক্ষণে তাঁদের স্মরণ করি স্মৃতিবিহ্বল চিত্তে।

আমাদের কথা

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশে কাজ করছে অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন। এ সকল সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে দেশব্যাপী একটি সুস্থ, আধুনিক ও কার্যকর সাক্ষর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান।

তবে আমি মনে করি, আমরা এখনও শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। সবার জন্য শিক্ষার তাৎপর্যবহ লক্ষ্যমাত্রা বয়স্ক সাক্ষরতা ও দক্ষতা-বিকাশী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। শিক্ষার মানোন্নয়নেও আমাদের অনেক কাজ করা প্রয়োজন। জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে একটি সাক্ষর ও দক্ষ সমাজ বির্নিমাণই এখন আমাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের সঙ্গে এডভোকেসি উদ্যোগ গ্রহণ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সংগঠিত করে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে হবে গণসাক্ষরতা অভিযানকে।

দেশে বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশু, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সবার জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সকল নাগরিকের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা সর্বদাই এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাবে।

এসব লক্ষ্য অর্জনে এ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে নানা ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তুলে ধরা, শিক্ষায় সকল ধরনের অসমতা দূর করা, শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় এ প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪ নং লক্ষ্য- সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা- তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণপূর্বক সকল নাগরিকের শিক্ষার দাবি প্রতিষ্ঠাই গণসাক্ষরতা অভিযানের সর্বপ্রধান অঙ্গীকার।

এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

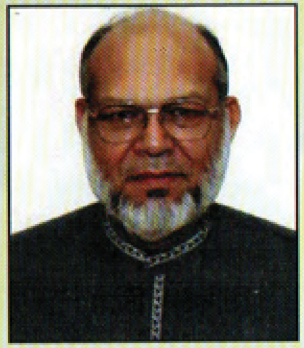

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন
গণসাক্ষরতা অভিযান

এগিয়ে চলার গল্প

শিক্ষা অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার সমুন্নত রাখতে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা সকলে মিলেই নব্বইয়ের দশকের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠা করে গণসাক্ষরতা অভিযান। প্রথম দিকে এর একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনগুলো নিজেরাই কিছু তহিবল বরাদ্দ করে। শুরু হয় এ সংগঠনের পথচলা। এই পথচলার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন। কিন্তু '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে গেলে কিছুদিনের জন্য থমকে যায় এ সংগঠনের অগ্রযাত্রা। এ সময়েই গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অনুরোধে, বিশেষ করে সংগঠনের চেয়ারপার্সন স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে না পেরে আমি এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই।

এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একদল নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের নিয়ে আমি এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একদিকে তহবিল সংগ্রহ, অন্যদিকে সংগঠনের ভিত মজবুত করা সর্বোপরি এটিকে সত্যিকার অর্থে একটি মেম্বারশীপ সংগঠনে পরিণত করার কাজে হাত দিই। সেই থেকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে গণসাক্ষরতা অভিযান। সাক্ষরতা শিক্ষার পাশাপাশি এ সংগঠনের কর্মপরিধির সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালে জাতীয় সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান হাতে নেয় এডুকেশন ওয়াচ শীর্ষক গবেষণা। সেই থেকে প্রতি বছর এ সংগঠন শিক্ষার নানা এলাকা নিয়ে বিষয়ে গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা তুলে ধরছে নীতিনির্ধারণী মহলে। এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সংগঠনটির পরিচিতি এখন বিশ্বব্যাপী। এর ফলে গণসাক্ষরতা অভিযান যুক্ত হয় শিক্ষা বিষয়ক নানা বৈশ্বিক ফোরাম ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে।

দ্রুত বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের চিত্র। বাড়ছে মানুষের শিখন চাহিদা। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই গণসাক্ষরতা অভিযানও গ্রহণ করেছে নানা ধরনের কর্ম-উদ্যোগ। শিক্ষার নবতর চাহিদাসমূহ নিয়ে দিন দিন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বলিষ্ঠ হয়েছে অভিযানের এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসহ বিবিধ নীতিমালা প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২ ও ৩ প্রণয়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছি আমরা। শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, নারী ও শিশু বিষয়ক, শ্রম, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ গণসাক্ষরতা অভিযান যুক্ত রয়েছে প্রায় ২২টি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। একই সঙ্গে সংগঠনটি যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের উন্নয়ন সহযোগীদের কনসোর্টিয়াম ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে।

এরই পাশাপাশি অভিযান কাজ করছে বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, জাতীয় আদিবাসী কোয়ালিশনসহ জাতীয় পর্যায়ের নানাবিধ নেটওয়ার্কের সঙ্গে। গণসাক্ষরতা অভিযান বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গঠন করেছে মাল্টি লিঙ্গুয়াল এডুকেশন ফোরাম, পরিচালনা করছে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামসহ আরো নানাবিধ নেটওয়ার্ক ও ফোরাম। গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রায় ১০টি শিক্ষক সংগঠন। দেশে সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন, বিশেষ করে শিক্ষায় সকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ সাধনই এসব নেটওয়ার্ক-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

এরই মধ্যে বাংলাদেশ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত সকল উদ্যোগকে আরো বেগবান করার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বহুদূর। সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, শিক্ষার সকল স্তরে সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সকল কাজেই গণসাক্ষরতা অভিযানকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক সামনের দিকে, বহুদূর।

আমাদের এই অভিযাত্রায় যারা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সমর্থন দিচ্ছেন ও সহায়তা প্রদান করছেন এবং যারা আমাদের সহযাত্রী তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে দাতা সংস্থা, অভিযান কাউন্সিল, সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ফোরাম, নেটওয়ার্ক ও গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, মিডিয়াসহ নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আমাদের কামনা এই যে, তারা যেন বিগত সময়ের মতো সর্বদাই আমাদের সাথে থাকে। গণসাক্ষরতা অভিযানের রজত জয়ন্তীর এই শুভলগ্নে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের জানায় অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। আশা করি, আমাদের এ পথচলা অব্যাহত থাকবে। দিন দিন আরো সম্প্রসারিত ও দৃঢ় হবে আমাদের যৌথ প্রয়াস- এই আমাদের প্রত্যাশা।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

Celebrating CAMPE at 25

Manzoor Ahmed
Vice Chair, CAMPE Council

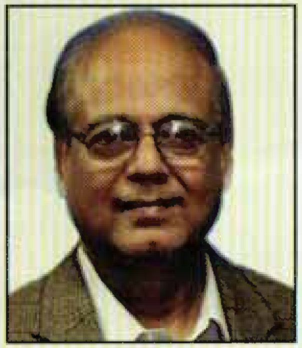

Manzoor Ahmed
Vice Chair
CAMPE Council

In a very different context and at a different time, poet Jibanananda Das (1899-1954) wrote the poem 'In Camp'. It was published in the literary journal *Parichay* in January 1932 and was included in the poet's collection *Dhushor Pandulipi* (The Grey Manuscript, 1935).The poem is about stag deer gathering around a doe in heat under the Sundari grove in the Sundarban forest and shot down by hunters. In the poet's own words, the melody that pervades "In Camp" is one "of life's helplessness—lives of all, of man, of worm, of locust."

The poet wrote:

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,-
কাহারে সে ডাকে!

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন,---

এই ব্যথা,- এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে,-
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,-মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত
আমরা সবাই।

[Here on the edge of the forest I pitched camp.
All night long in pleasant southern breezes

By the moon's light
I listen to the call of a doe in heat.
To whom is she calling? ... ...

Night speaks of other things upon a camp beds.
They by whose barrels deer perished tonight,
Who relished flesh and bone of deer upon their dinner plates,
They too are like you.
Their hearts too wither there in sleeping bags.
Thinking—just thinking.

This pain, this love resides everywhere,
In the locust, the worm, in the breast of man,
In the lives of us all.
Like those slain deer in spring's moonlight
Are we all.

Translated by University of Chicago scholar of Bangla literature Clinton B. Seeley.]

The "helplessness" of human conditions and of life has to be vanquished and overcome with the force of human spirit, human empowerment, with knowledge, learning and determination. That is the motto of CAMPE, the forum of citizens' organisations dedicated to education and people's empowerment.

The acronym CAMPE evokes solidarity, struggle, and discipline as in a camp of fighters for a cause. Indeed, CAMPE represents being together of the people of Bangladesh and the struggle of the people to extend the opportunity for education and learning for all, to fulfill the right to education, proclaimed in international human rights charters and recognized as a basic obligation of the state in Bangladesh Constitution.

CAMPE (Campaign for Popular Education) was launched in the aftermath of the World Conference on Education for all in Jomtien, Thailand, March, 1990. It soon became a platform of NGOs and civil society concerned about education for rallying behind the national goals and aspirations for education, creating awareness, making citizens' voices heard, and participating in shaping the national agenda.

Popular education was the term chosen in naming itself by the visionary leaders – Abdullah Al-Muti Sharfuddin, Fazle Hasan Abed and others – who were behind the establishment of CAMPE. In Bangla, it was a campaign for people's literacy, treating literacy in its broadest Freirean sense of "reading the world, not just the word," and with a definite emphasis on people. In this regard, CAMPE's vision is broader than the common connotation of each of the terms- literacy, non-formal education, adult education, basic education, primary education, skill training and early childhood development. It embraces all these elements and more as parts of the spectrum of lifelong learning – brought to the fore now in SDG4 and Education 2030. In this respect, CAMPE echoes the Latin American concern about what they considered the confining concepts of non-formal and adult education and their emphasis on "popular education" as the driver of people's movement and people's empowerment.

CAMPE became a model of civil society engagement in educational policy dialogue and citizens' involvement in the education and development discourse. It has become an exemplar of popular participation in educational policy development. To this end, CAMPE works closely with other organisations and forums in Bangladesh and abroad. It is affiliated with the Federation of NGOs in Bangladesh (FNB), Asian-South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE) and International Council of Adult Education (ICAE). It is an elected member of the Board of Global Campaign for Education (GCE), a worldwide network of NGOs and teachers unions operating in more than hundred countries. It is recognized by UNESCO as a nodal institution for basic education in Bangladesh.

To promote and contribute to informed and evidence-based policy discussion and choice of priorities and options, CAMPE has served as the secretariat of Education Watch, a national sample-survey based series of research reports on aspects of the education system performance. Since 2001, a dozen Education Watch reports have been produced. These have become a well-recognised source of policy relevant data and analysis and the catalyst for policy and strategy discussion leading to informed choices.

The ambitious Sustainable Development Goals 2030, especially SDG 4, and the Education 2030 Agenda present new challenges and opportunities for CAMPE. A major task ahead is the adaptation and re-formulation as necessary of the global goals, targets and indicators for the Bangladesh context with active citizens' and stakeholders' participation. CAMPE will continue to work, cooperate, network, assist and facilitate dissemination of ideas and sharing of experiences in order to help shape and fulfill the national agenda. CAMPE will remain an active partner in the coalition of major actors, especially, the concerned ministries and line agencies of the government, NGOs, democratic forces of civil society, and development partners.

The poet's poignant reminder of vulnerabilities of all life, the sensibilities that must guide all actions and the tensions of the planetary limits that Sunderban urgently points to will be the watchwords for CAMPE's own continuing agenda.

স্বপ্ন ও সৃজনের ঐকতান

বাংলাদেশে বেশ-কয়েকটি উন্নয়ন-সংগঠন মিলে শিক্ষায়, বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে, কাজ করে আসছিল সত্তরের দশক থেকেই। এই কারণে বিভিন্ন প্রকরণের শিক্ষা-উপকরণ উন্নয়ন ও মাঠপর্যায়ে সেসবের প্রয়োগ করা হচ্ছিল। কেউ বয়স্ক সাক্ষরতায়, কেউ শিশু-কিশোরদের উপযোগী শিক্ষায় আবার কেউ কারিগরি শিক্ষার কর্মসূচিতে নিয়োজিত ছিলেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাবনার আদানপ্রদান ও বাস্তবায়ন-ব্যবস্থাপনাগত সহযোগের পরিবেশ ছিল। যা ছিল না তা হচ্ছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট।

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে 'ইন্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর অ্যাডাল্ট এডুকেশন (ICAE)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জমতিয়েন থাইল্যান্ডে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাক-এর ড. সালাউদ্দিন, গণসাহায্য সংস্থার ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান, প্যাক্ট-প্রিপ থেকে আরোমা দত্ত এবং এফআইভিডিবি থেকে আমি অংশগ্রহণ করি। প্রায় সব দেশ থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রিক নেটওয়ার্কগুলো সম্মেলনে শরিক হয়। এইখানেই আমরা প্রথম বুঝতে পারি, শিক্ষাক্ষেত্রিক কর্মকর্তাবৃন্দ তথা শিক্ষাবিকাশে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগত জোটের কার্যকারিতা। আমাদের দেশে এহেন জোট তথা নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সেখানেই সবাই মিলে আলাপ করি। সম্মেলন চলাকালেই বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রাথমিক আলাপের ভিত্তিতে একটি সুপারিশপত্র প্রণয়ন করি এবং ফিরে এসে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আহূত একটি সভায় সেই সুপারিশপত্র উপস্থাপিত হয়। এই সভাটি ফজলে হাসান আবেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভার মাধ্যমেই শিক্ষাক্ষেত্রিক জোট/নেটওয়ার্কের ধারণাটি দানা বাঁধে। সময়টা ছিল জানুয়ারির শেষ দিক বা ফেব্রুয়ারির শুরু, ১৯৯০, যখন ওই সভায় মিলিত হয়েছিলাম আমরা। সভা আয়োজনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দেশের শিক্ষাকাজে ব্রতী বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা এবং নেটওয়ার্ক-বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করি। এদের মধ্যে VERC-এর শেখ আব্দুল হালিম, প্রশিকা-র কাজী ফারুক আহমদ, আশা-র শফিকুল হক চৌধুরী, সপ্তগ্রাম নারী-স্বনির্ভর পরিষদের ড. রোকাইয়া রাহমান কবির, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা-র মো. আতাউর রহমান, অ্যাডাব-এর ড. খাজা শামসুল হুদা, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কাজী রফিকুল আলম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম মনে পড়ছে।

সভায় ফজলে হাসান আবেদ নেটওয়ার্কের টার্মস্ অফ রেফারেন্স তথা পালনীয় শর্তাবলি মুসাবিদার জন্য মাহমুদ ভাই ও আমাকে দায়িত্ব দেন। এই খসড়া টার্মস্ অফ রেফারেন্সের ওপর ভিত্তি করে কয়েকজন আইনজ্ঞের সহায়তায় একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৬ সদস্যের একটি নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হয়। এর সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিতে আবেদ ভাইকে নির্বাচিত করা হয়। যুগ্মভাবে এর সহ-সভাপতি হিসেবে কাজী ফারুক আহমদ ও আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ করা হয় আতাউর ভাইকে এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় মাহমুদ ভাইকে। জোটের সচিবালয় চালানোর জন্য সদস্য-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু অনুদান প্রদান করে। এর মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান যথা ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা ও এফআইভিডিবি আড়াই লক্ষ টাকা হারে প্রদত্ত অনুদানের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক সেক্রেটারিয়েট জন্য দশ লক্ষাধিক টাকার একটি প্রাথমিক তহবিল গড়ে ওঠে। এদিকে সচিবালয়ের কর্মসূচিকে গতিশীল করার জন্য প্যাক্ট-প্রিপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিচার্ড হলওয়ে এবং আরোমা দত্ত আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসেন।

সচিবালয়ের কার্যালয় চালানোর জন্য 'গণসাহায্য সংস্থা' তাদের প্রধান অফিস ভবনের নিচতলা ব্যবহার করার সুযোগ দেয়।

'আশা' প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহ অনেক দাপ্তরিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রদান করে। সদস্য-সচিব হিসেবে মাহমুদ ভাই এ-সময় তাঁর অনেক মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, মেধা ও সময় প্রদান করেন।

নব্বই সালের মাঝামঝি নাগাদ 'গণসাক্ষরতা অভিযান' তথা ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের উদ্যোগে প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফজলে হাসান আবেদ এবং অপরাহ্ণের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। অধিবেশনের মূল প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও সাক্ষরতা : আগামী দশকের ভাবনা' প্রণয়ন ও উপস্থাপনের দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এই সেমিনার থেকে বেশকিছু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা উঠে আসে। তখনকার দিনে আমরা স্বপ্ন দেখতাম ব্যাপক

যেহীন আহমদ
নির্বাহী পরিচালক
এফআইভিডিবি

জনগোষ্ঠী সমাবেশনের মাধ্যমে দেশে একটি কার্যকরী সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনের। আমাদের স্বপ্নটা হয়তো-বা ছিল অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী, ঠিক আজকের ন্যায় হিসাব-নিকাশের ছকে বাঁধা ছিল না, কিন্তু সৃজনের প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত কল্পনার উপস্থিতি এবং বৃহত্তর কর্মোদ্দীপনা ছিল প্রবল।

এর পরের বছর গণসাক্ষরতা অভিযানের তহবিল যোগানের জন্য আবারও ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা ও এফআইভিডিবি প্রত্যেকে সাড়ে-বারো লক্ষ টাকা হারে অনুদান প্রদান করে। অভিযানের কার্যক্রম সংগঠিত ও কার্যকর করার জন্য একজন যোগ্য পরিচালক খোঁজা হচ্ছিল এবং অচিরেই দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. আব্দুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন নবগঠিত গণসাক্ষরতা অভিযানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন উন্নয়ন-সহকর্মী অভিযানের নির্বাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। ম. হাবিবুর রহমান এবং নিশাত জাহান রানা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন অভিযান পরিচালনায়। ড. শরফুদ্দিন এসে সংস্থার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৯৬ সনে ড. আব্দুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন সহসা অবসরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে হঠাৎ করেই অভিযান পরিচালনে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এদিকে দাতাসংস্থাগুলোও তহবিল যোগানের ব্যাপারে খানিকটা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। অভিযানের কাউন্সিল-সভাপতি তৎকালে উন্নয়নক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সক্রিয় রাশেদা কে. চৌধূরীকে গণসাক্ষরতা অভিযানের হাল ধরার আহ্বান জানান। অন্যান্য কাউন্সিল-সদস্যবৃন্দও সভাপতির উত্থাপিত প্রস্তাবে সম্মতি দেন। শুরু হয় রাশেদা কে. চৌধূরীর নেতৃত্বে অভিযানের নবতর যাত্রা। রাশেদা কে. চৌধূরীর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল অভিযানের সচিবালয়ের সদস্যদের হৃত উদ্যম ফিরিয়ে আনা, ঘর গোছানো এবং সেই সঙ্গে তহবিল সংগ্রহ। কাজগুলো ক্রমে রাশেদা কে. চৌধূরী নিষ্পন্ন করতে থাকেন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। কাউন্সিল-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ সবাই মিলে তাঁকে এই কাজে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেন।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে, সম্ভবত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের শিক্ষা ও সাক্ষরতার সার্বিক চিত্র ধারণের জন্য নাগরিক সমাজকে নিয়ে 'এডুকেশন ওয়াচ'-এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান এই নবপ্রবর্তিত নাগরিক উদ্যোগের সচিবালয় হিসেবে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পায়। এতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে ড. মনজুর আহমদ ও ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী এগিয়ে আসেন। গবেষণার কাজ সম্পাদন করে ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগ। ১৯৯৯ সনে 'এডুকেশন ওয়াচ' পরিচালিত প্রথম গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কালক্রমে এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন ও গোটা প্রক্রিয়া বাংলাদেশের শিক্ষার চালচিত্রানুসন্ধানী একটি সর্বজনগ্রাহ্য উৎস ও আকর হিসেবে সমাদৃত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে।

বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি', পিইডিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে। এ-ধরনের কর্মসূচিতে নাগরিক সমাজের চিন্তাভাবনা, পরামর্শ ও সুপারিশ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করার কাজে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রথম থেকেই অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 'এডুকেশন ফর অল' তথা 'সবার জন্য শিক্ষা' আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামোর নিরিখে বাংলাদেশে অধিপরামর্শমূলক কর্মসূচি পরিচালনে গণসাক্ষরতা অভিযানের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধারাবাহিক তার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজেও অভিযান ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অধিপরামর্শমূলক কর্মতৎপরতায় গণসাক্ষরতা অভিযানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নাগরিক সমাজের একটি কার্যকর জোট হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এই বিকাশের পেছনে রয়েছে এর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দূরদৃষ্টি, মেধা ও সপ্রেম শ্রমের বিনিয়োগ। পেশাজীবী সংগঠনসমূহের জোট হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নৈর্ব্যক্তিক নীতিমালা, দায়বোধ ও বিষয়-নির্দিষ্ট নিবিষ্ট অনুধ্যান, তত্ত্ব-ও-তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিঃশর্ত অবদান নিয়তক্রিয়াশীল।

গত কয়েক দশকের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় বাংলাদেশ মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকসমূহের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। এই অভিযাত্রায় দেশের সরকার, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সর্বোপরি দেশের সুবিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিরলস শ্রম ও কর্মোদ্যোগের অবদান। গণসাক্ষরতা অভিযান এক্ষেত্রে বাস্তবানুগ নীতিমালা প্রণয়ন, অধিপরামর্শমূলক তৎপরতা গ্রহণ ও সচল রেখে এবং দেশের শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুভ-উদ্যোগসমূহ প্রবর্তন ও অনুরূপায়ণে এই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ধর্মী ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে প্রমাণিত। আমাদের দেশের মানবোন্নয়ন ও সমাজ-রূপান্তরের ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে রয়েছে ব্যাপক বিঘ্ন ও নবীন সময়ের নব নব অভিকাঙ্ক্ষা সামাজিক কর্মপ্রকল্পনাগুলোতে সন্নিবেশনের তাগিদ। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে সেই অনাগত সময়ের সার্বিক পরিস্থিতির প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনা। এই অভিযাত্রা আবহমান। গণসাক্ষরতা অভিযান দেশ ও দশের সেই অভিপ্রায় পূরণের এক গতিশীল কেন্দ্র।

ফিরে দেখা পঁচিশ বছর

দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠা। এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের সর্বস্তরের জনমানুষের মাঝে সাক্ষরতা সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কী ভূমিকা তার ধারণা দেওয়া ছিল এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, এই জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'সবার জন্য শিক্ষা'র পথ সুগম ও সুযোগ সম্প্রসারণ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। ২০০০ সালের এই কার্যটি আগেই তারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিজ্ঞায় একত্রিত হয়। সম্মিলিত এই ঐক্য প্রতিষ্ঠানই হলো গণসাক্ষরতা অভিযান। নব্বইয়ের ভাষার মাস থেকে ধীরে ধীরে রচিত হতে থাকে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মক্ষেত্র।

৫ থেকে ৯ জানুয়ারি, ১৯৯০-এ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ১৫৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি সংস্থার দাপ্তরিক প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্মেলনে যোগ দেন ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান (জিএসএস) ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ (ব্র্যাক), যেহীন আহমেদ (এফআইভিডিবি) এবং আরমা দত্ত (প্রিপ ট্রাস্ট-দাতাসংস্থা)। উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত আসনে তাঁরা বাংলাদেশের এনজিওদের পক্ষ থেকে আরো একজনকে দেখতে পান। পরিচয়ের পর জানতে পারেন তিনি নানফে (NANFE-National Association for Non-Formal Education)-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক এনজিওর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হলো নানফে, ব্র্যাক, জিএসএস ও এফআইভিডিবিও নানফে-র সদস্য-প্রতিষ্ঠান।

সেদিন রাতে অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি ১৯৯০, ব্যাংককে বসেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে ফিরে গিয়ে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত সব এনজিও'র একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন। তাছাড়া বিশ্ব সম্মেলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাংলাদেশের এই প্রতিনিধি দলকে একটি জাতীয় উদ্যোগ নিতে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে। তারা একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্ভাবনা, যৌক্তিকতা, কর্মপরিধি ইত্যাদি নিয়ে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

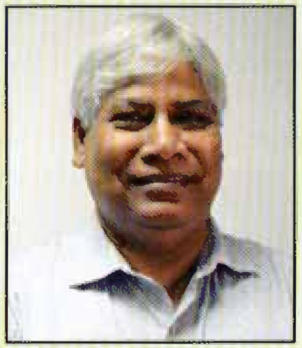

ম. হাবিবুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ
গণসাক্ষরতা অভিযান

এর পূর্বে আরো একটি ঘটনা এনজিও নেতৃবৃন্দকে অনুরূপ ভাবনায় উজ্জীবিত করেছিল। সম্ভবত ১৯৮৮-এর দিকে আরো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই প্রতিষ্ঠানটি নাম ছিল BCME-Bangladesh Council of Mass Education। ইউএনডিপির গণশিক্ষা প্রকল্প METSLO (Mass Education Through Small and Local Organization) পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল BCME। কিন্তু এক বছর পরে অনুষ্ঠিত মূল্যায়নে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে ইউএনডিপি এই প্রকল্পটি স্থগিত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে অনেক এনজিও নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

ব্যাংকক থেকে ফিরে এসে মাহমুদ ভাই, যেহীন ভাই, সালাউদ্দিন ভাই, আরমাদি একত্রে আবেদ ভাই (ব্র্যাক), ফারুক ভাই (প্রশিকা), আতাউর ভাই (জিইউপি) রফিক ভাই (ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন) রোকেয়া আপা (এসএনএসপি), জাফর ভাই (জিকে), জেফরিদাসহ (কারিতাস) অন্যান্য নেতৃস্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেন। মোটামুটিভাবে ঠিক হয় যে, তারা মে-জুনে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের একটি সম্মেলন আহ্বান করবে এবং ইতোমধ্যে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এনজিওদের সহায়তায় একটি সচিবালয় গড়ে তুলবে।

২৩ জুন ১৯৯০-এ 'সবার জন্য শিক্ষা ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মূলধারার সাক্ষরতা কার্যক্রমসম্পৃক্ত এনজিওসমূহের প্রথম কর্মশালা। দিক নির্দেশনামূলক এই কর্মশালাটি থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে কী কী করণীয় তা ঠিক হয় এবং ১৯৯০-৯২ কে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এখানেই ঠিক হলো চিহ্নিত কাজগুলো পরিকল্পনা মতো এগিয়ে নেওয়ার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সচিবালয় নিচের কাজগুলো সম্পাদন করবে:

- দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করবে;
- দাতাগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার পরিবর্তনে পরামর্শ প্রদান করবে;

- সিভিল সমাজকে সাথে নিয়ে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে;
- দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্পাদন করবে।

নব্বইয়ের ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে **দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলি স্টার** নিয়মিতভাবে গণসাক্ষরতা অভিযানের অভ্যুদয়, কর্মপরিধি, অভিষেক নিয়ে প্রচারাভিযান চলে। এ সময় গণসাক্ষরতা অভিযানের অভ্যুদয় নিয়ে প্রথম দিকে যেসব প্রচারনায় এ সংগঠনের নামটি দেওয়া হয়নি। এ প্রচারের শেষ পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নাম প্রকাশ করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানে আমি যোগ দিই ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে। আমি তখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কর্মরত। কোনো একটি অনুষ্ঠানে মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলো। বললেন, পরদিন বিকেলে অফিস শেষে আমি যেন তাঁর অফিসে যাই। পরদিন গেলাম জিএসএস অফিসে। তিনি আমাদের অনেকেরই প্রিয় আরমাদি-প্রিপ ট্রাস্টের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আধা ঘণ্টা পর প্রায় একসাথেই এলেন আতাউর ভাই এবং যেহীন ভাই। এদের দু'জনের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। ওরা আসার পরপরই আতাউর ভাই বললেন, মাহমুদ, আমি ঠিক করেছি হাবিবকে নিয়ে আমরা নতুন এয়ারপোর্টের পাশে একটি চাইনিজ রেঁস্তোরায় নিয়ে গেলেন। নানারকম প্রশ্নের কাঠগড়া উৎরে তাঁরা আমাকে পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগ দিতে বললেন।

জুন ১৯৯০ থেকে জিএসএস-এর একটি কক্ষেই প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের। মাহমুদ ভাইয়ের কক্ষে আমার প্রথম অবহিতকরণ সভা হলো।

১৯৯০ থেকে ১৯৯২ ছিল অভিযানের প্রস্তুতিকাল। গত ২৫ বছরে অভিযানের পতাকার দায়িত্ব পালন করেছে এ প্রতিষ্ঠানটির লোগো। আজ আমাদের সবার পরিচিত এ লোগোটির রূপকার ছিলেন আহমেদ ফজলুল করীম। করীম ভাই তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ডিজাইনার। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বিনা সম্মানীতে তিনটি লোগো আঁকেন। অভিযান কাউন্সিল বর্তমান লোগোটি অনুমোদন দেয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ১৯৯১ সালে দুটো পোস্টার প্রকাশ করে। পোষ্টার দুটোর উদ্দেশ্য ছিল সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি। পোস্টার দুটোর শিরোনাম ছিল যথাক্রমে সবার জন্য শিক্ষা ও শিক্ষা মুক্তির চাবিকাঠি। গণসাক্ষরতা অভিযানের যাত্রালগ্নে পোস্টার দুটো দেশব্যাপী গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রচারাভিযানে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ পোস্টার দুটোর নকশা আঁকেন করেন আহমেদ ফজলুল করীম। ১৯৯১-এ গণসাক্ষরতা অভিযান ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ এ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কর্মশালা আয়োজিত হয়। দেশব্যাপী শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের তথ্যসংগ্রহ, মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং অক্সফামের সাহায্যপুষ্ট ৩৪টি এনজিওর নির্বাহী প্রধান ও সহপ্রধানদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযান Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE)-এর সদস্য পদ লাভ করে এবং সর্বপ্রথম 'সবার জন্য শিক্ষা' (EFA) আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে। বৃহত্তর সিভিল সমাজে গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম দৃষ্টিগ্রাহ্য ও স্বীকৃতিযোগ্য হয়ে ওঠে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রস্তুতিমূলক কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল সাক্ষরতা শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ।

এই তথ্য ভাণ্ডারের উপজাত হিসেবে প্রস্তুতি পর্বে প্রকাশিত হয় অনেকগুলো প্রকাশনা। এর মধ্যে ছিল : বাংলাদেশের সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ; বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদা; সাক্ষরতা উপকরণ ; বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা; ডাইরেক্টরি অব এনজিওস উইথ এডুকেশন প্রোগ্রামস্; সাক্ষরতা কার্যক্রম ও উপকরণ: কিছু প্রস্তাবনা; সাক্ষরতা প্রসারে মফস্বল সংবাদপত্রের ভূমিকা, ম্যাপিং অব এনজিওস্ উইথ লিটারেসী প্রোগ্রামস্।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা কার্যক্রম ও শিক্ষোপকরণ : কিছু সুপারিশ। এই কাজ করার জন্য অভিযান ৮ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীপকরণসমূহ পর্যালোচনা করাই ছিল এ টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য।

টাস্কফোর্সের সদস্যরা হলেন- প্রফেসর হালিমা খাতুন (পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); আবুল কাশেম সন্দীপ, উপ-পরিচালক, ভার্ক; ড. সুধীর চন্দ্র সরকার, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ব্র্যাক; শামসে হাসান, প্রধান, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, জিএসএস; আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, সমন্বয়কারী, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, এফআইভিডিবি;

শাহনেওয়াজ খান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গণশিক্ষা কার্যক্রম, ডানিডা এবং ম. হাবিবুর রহমান, সমন্বয়ক, গণসাক্ষরতা অভিযান। এছাড়াও টাস্কফোর্সের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন গুডরুন সিদারব্রদ, সিডা। এই টাস্কফোর্সকে সহায়তা করেন এনামুল হক খান তাপস ও মোস্তাফিজুর রহমান বাবু। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে টাস্কফোর্স এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। বিশ্লেষণধর্মী এই প্রতিবেদনটি ঐ সময়ের উপকরণাদির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বেশ প্রশংসা অর্জন করে।

অভিযানের প্রস্তুতিমূলক কর্মতৎপরতা পাশাপাশি অভিযানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এমন কিছু কাজ করা হয়েছে যা কিনা ধারা-সৃজনী কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর একটি ছিল লোকসাহিত্যভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ এবং পরিপূরক শিক্ষা উপকরণ রচনা। প্রথমোক্ত কর্মতৎপরতা দিল বয়স্কদের জন্য আর দ্বিতীয়টি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্রী-ছাত্রীদের জন্য। লোকসাহিত্যকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ায় উপকরণ রচনায় অভিযানের এ উদ্যোগটি ছিল অনুকরণীয় উদাহরণ। এখন পর্যন্ত এ ধারা অনুসরণ করে শুধু এনজিওরা নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট পাবলিশার্সও বই-পুস্তক রচনা করছে।

১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে ঠিক হলো জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তিত্বকে অভিযানের পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আবেদ ভাই, ও মাহমুদ ভাই পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য অর্থনীতিবিদ ড. আনিসুর রহমান, প্রাক্তন সচিব মোকাম্মেল হক এবং প্রাক্তন সচিব ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরাফুদ্দীন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ড. রহমান বলেছিলেন, দেশে-বিদেশে অনেক কাজ করেছি, এখন শুধু নির্মল আনন্দের জন্য রবীন্দ্রচর্চা করব। অন্য কিছু নয়। আর জনাব হক তখন সবেমাত্র অবসরে গেছেন। বললেন, এমুহূর্তে চাকরি করার কথা ভাবছি না। ড. রহমান ও জনাব হক- তাঁরা দু'জনেই এমন একটি মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বললেন প্রয়োজনে তাঁরা সহায়তা করবেন। মুতী ভাই অভিযান গঠনের প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনোযোগসহকারে শুনলেন, বললেন, 'এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে খুশীই হবো'।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এ প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এতে করে দাতাসংস্থাগুলোর কাছে এ প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং একটি কনসোর্টিয়ামও এ প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়। মূলত ১৯৯৩ সাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের একটি শক্তিশালী কাঠামো রচিত হয়। এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে এনজিওদের সক্ষমতা বিনির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ, শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান ৪টি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। এ সময়কালেই গণসাক্ষরতা অভিযান আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন শুরু করে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সেই থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারকে নানাভাবে এ দিবসটি উদযাপনে সহায়তা করে আসছে। ১৯৯৩ সালেই গণসাক্ষরতা অভিযান **সাক্ষরতা বুলেটিন**-এর প্রকাশনা শুরু করে। **পড়ুয়া**, **কিশোরী কথা** নামক ২টি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় পরবর্তীকালে। এর সঙ্গে বর্তমানে **পহর** নামে একটি ত্রৈমাসিক ও **প্রয়াস** নামে একটি দ্বিমাসিক নিউজলেটার প্রকাশিত হয়।

১৯৯৩-৯৫ সালে ডেভিড ক্লার্ক ডিএফআইডি'র থার্ড সেক্রেটারি হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ই ডেভিডের সঙ্গে শিক্ষা-প্রশিক্ষণে বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিসরে কর্মরত সদস্য-কর্মীদের সক্ষমতা বিনির্মাণের নানা রকমের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে প্রায় বছর খানেকের আলাপ-আলোচনা ও গবেষণার ফল হিসেবে, শুরু হয় সক্ষমতা বিনির্মাণের কার্যক্রমটি। কোর্সটি ছিল মোট সাড়ে আট মাসের। যতটুকু মনে পড়ে, গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রায় ১৫ জন কোর্স দুটিতে অংশ নেয়। এদের মধ্যে অভিযানের কোটায় শিশু নিলয়, কনসার্ন বাংলাদেশ ও ইউএসটি'র তিন জন যোগ দেয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সক্ষমতা বিনির্মাণের এত বড় সুব্যবস্থিত কার্যক্রম গত ২০ বছরে কেউ নেয়নি। ডিএফআইডি'র এ কোর্সটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ জন সদস্য-কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

শুরু থেকেই অভিযান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (PMED) অভিযানকে প্রথম একটি কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৯২ সালের শেষের দিকে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা'র কার্যক্রম নির্ধারণী একটি কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে আমি অভিযানের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় বছর খানেক কাজ করি। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের টাস্ক ম্যানেজার ও বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হেলেন আবাদজী সরকারের সঙ্গে অভিযানের এই সেতুবন্ধনে সহায়তা করেছিল।

৪/৫ বছরের মধ্যে অভিযান সরকারের দুটি বড় দলকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এখন যারা অভিযানে কর্মরত রয়েছেন তাদের অনেকের কাছেই মনে হবে, এটা আর এমন কী কঠিন কাজ? সত্যি কথা! কিন্তু নব্বইয়ের প্রথম দিকে এটা ভাবা খুবই কঠিন ছিল- একটি নতুন ঐক্য প্রতিষ্ঠানের ডাকে সরকারের সাড়া দেওয়া। প্রথম দলটি গিয়েছিল নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত Critical Thinking in Literacy বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তৎকালীণ একজন যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)। এ দলে বাংলাদেশ থেকে ৭ জন প্রতিনিধি যোগ দেয়। তাদের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন সরকারি প্রতিনিধি। দ্বিতীয় দলটিকে অভিযান পাঠায় দিল্লীতে। এটি ছিল Mobile Literacy Workshop বিষয়ক আঞ্চলিক পর্যায়ের একটি কর্মশালা। এ কর্মশালায়টি যোগ দেয় ৫জন প্রতিনিধি। এ দলটির নেতৃত্ব দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আনিসুর রহমান। এই দুটি কর্মশালায় অভিযানের নেটওয়ার্ক, আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও কারিগরি সামর্থ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিভূত করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান 'সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান' (Integrated Literacy Campaign-ILC) শুরু করে জানুয়ারি ১৯৯৪। কুড়িগ্রামের গোটা গুনাইগাছ ইউনিয়ন জুড়ে এই সাক্ষরতা অভিযান বাস্তবায়ন করা হয়। গুনাইগাছ ইউনিয়নের ৬-৩৫ বছরের সকল জনমানুষকে সাক্ষরতা প্রদানই ছিল এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কর্মরত ১০টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অভিযান কর্মসূচি পরিচালনা করে। অভিযান মূলত সহায়কের ভূমিকা পালন করে। দুটি পর্যায়ে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুটি পর্যায়ে মোট ১৮১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ২৬টি কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্র ও ২৫টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সমন্বিত অভিযানে আরডিআরএস, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ গণসাহায্য সংস্থার পদ্ধতি ও উপকরণদি ব্যবহার করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে এবং তৎকালীন জেলা প্রশাসক গুনাইগাছ ইউনিয়নকে প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা দেন। এই সমন্বিত অভিযান সফলতার সঙ্গে শেষ হয় ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে। তখন সমন্বিত সারক্ষতা অভিযান সীমিত সময়ে, সীমাবদ্ধ অর্থায়নে এবং সমন্বিতভাবে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার মডেল হিসেবে গণ্য হয়।

১৯৯৭ সালে রাশেদা কে. চৌধূরী এ সংগঠনে পরিচালক পদে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে এ সংগঠনটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যেমন বিকশিত হয় তেমনি আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এ সংগঠনটি একটি পার্টনারশীপ সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে শুরু হয় গণসাক্ষরতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৯৯ সাল থেকে এই সংগঠন ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বৃহদাকার পরিবেশ শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান এডুকেশন ওয়াচ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ২০০০ সালেই প্রকাশিত হয় এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রথম প্রতিবেদন। ১৯৯৯ সাল থেকেই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসডিসি গণসাক্ষরতা অভিযানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। আর ২০০২ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় দাতাসংস্থা নেদারল্যান্ড এমবাসি ও অক্সফাম নভিব। বর্তমানে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ডিএফআইডি।

ইতোমধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান পার করছে ২৫ বছর। ১৯৯০ সালে মাত্র ৪ জন কর্মী নিয়ে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মী সংখ্যা ৭৩ জন। এরাই মূলত গণসাক্ষরতা অভিযানের সম্পদ। গণসাক্ষরতা অভিযানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে। বর্তমানে গণসাক্ষরতা অভিযান নানারকম অংশীজনদের মধ্যে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করতে পেরেছে। আমি এখনও গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভবিষ্যতেও থাকতে চাই। সবাইকে নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করার যে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে, আমার বিশ্বাস তা অনাগত অবিষ্যতেও সমুন্নত থাকবে। এভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটি তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান এবং আমার কিছু সুখস্মৃতি

গণসাক্ষরতা উচ্চারণের সাথে সাথে আমার স্মরণে উদ্ভাসিত হয় একটি নাম। রাশেদা কে. চৌধূরী। ১৯৯২ সাল। আমি তখন ইউনিসেফ-এ মহিলা কর্মসূচি প্রধান। জয়েন্ট-গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেল্পমেন্ট পার্টনার্স টাস্ক ফোর্স-এ (Joint-Government-Foreign Development Partner's Task Force) দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং নারী উন্নয়ন সমন্বয়ক হিসেবে আমি তখন খুবই ব্যস্ত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে WID ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। এই ফোকাল পয়েন্ট সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ এবং এ সম্পর্কে জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া গড়ে তোলা ও তা সক্রিয় রাখা। সেই সময় এর একটি টিওআর (Terms of Reference) তৈরি করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম একজন যোগ্য ব্যক্তিকে, যাকে দিয়ে এ কাজটি পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করা যায়। সৌভাগ্যবশত পেয়ে গেলাম রাশেদাকে। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ওমেন ফর ওমেন-এর একজন সদস্য হিসেবে। বিভিন্ন সভায় তাঁর বলিষ্ঠ কার্যকরী ভূমিকা দেখে তাকেই WID ফোকাল পয়েন্ট-এর প্রথম খসড়া তৈরি করার জন্য ইউনিসেফ থেকে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হল। রাশেদা অবিরাম পরিশ্রম করে সময়সীমার মধ্যে কাজটা করে দিল। সেদিন তার দায়িত্ববোধ এবং তীক্ষ্ণ লেখনী দেখে আমরা সকলে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আজ এই WID ফোকাল পয়েন্ট প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে সুপরিচিত। এর প্রথম ধাপের প্রথম কাজটির কারিগর ছিল সুদক্ষ নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। তার সাথে আমার সুসম্পর্ক গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগদানের পূর্ব থেকেই। এই সূচনা বক্তব্য দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম এই জন্যই যে রাশেদার মাধ্যমেই গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে আমার সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হবার সেতু নির্মাণ হয়।

২

সম্ভবত ১৯৯৮ সালে রাশেদা একদিন আমাকে ফোন করে বললো, আমরা বাৎসরিক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আপনাকে আমাদের সাথে চাই। খুবই খুশি হলাম। সেই থেকে তাদের সঙ্গেই আছি। এই অভিনব উদ্যোগের সাথে জড়িত হয়ে যাদের সান্নিধ্যে এসেছি এবং যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তারা সকলে সমাজের সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এডুকেশন ওয়াচের সকল সদস্যদের অমূল্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করি সর্বদা। তাঁদের মধ্যে দু'একজনের নাম উল্লেখ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। এ. এন. এম. ইউসুফকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি যিনি প্রথম দিকে এই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত প্রকাশনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ তিনি প্রয়াত। কিন্তু তার কাজ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরেক জন পূজনীয় ব্যক্তি কাজী ফজলুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে আমি অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, যখন তিনি প্ল্যানিং কমিশনে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য ছিলেন। আমি তখন ইউনিসেফ-এ।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক কাজে প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা হত। এডুকেশন ওয়াচের যতগুলি সভা তাঁর সভাপতিত্বে হয়েছে তাতে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দিকগুলোর ওপর আলোকপাত ছাড়াও কাজী ফজলুর রহমানের বিশেষ মূল্যবোধ আমাকে সব সময় স্পর্শ করেছে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি তার গভীর সম্মানবোধ- এ দু'টো বিষয়ে তাঁকে সর্বদা সচেতন থাকতে দেখেছি। প্ল্যানিং কমিশনে থাকতে বিভিন্ন

আনুষ্ঠানিক বক্তব্যতে তাঁর মায়ের অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বলতেন এভাবে- আমার মায়ের জন্য আমার সব ভাইরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কোনো উন্নয়নে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তারা যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। সত্যিকারের অবদান রাখতে হলে নারীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে। এই বিষয়ে সকলের সোচ্চার হওয়া উচিত। তাঁর কথায় এবং কাজে কোনো দিন ফাঁক দেখিনি। তার এই কথাগুলো এখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। এডুকেশন ওয়াচ-এর সভাপতিত্বকালেও তাঁকে নারীদের প্রতি সম্মানসূচক বার্তা দিতে শুনেছি।

৩

দু'বছরের জন্য ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় আমার যোগদান করার সুযোগ হয়েছিল। এর মাধ্যমে বহুবিধ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নারী ও শিশু অধিকার, পরিবেশ, মানবাধিকার, নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় করার অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। গণসাক্ষরতা অভিযান এসব ক্ষেত্রে কাজ করার একটা অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে। ক্রমশ বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এ পর্যন্ত সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষা সংগঠন, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে- তা অনন্য বলা যায়। বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে, এডভোকেসির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তারা

জওশন আরা রহমান
সাবেক প্রধান কর্মসূচি পরিচালক
ইউনিসেফ

রেখেছে তা অনস্বীকার্য। তাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়, সরকারি-বেসরকারি সম্প্রীতিমূলক সুবিন্যস্ত কৌশল, যেটা তাদের সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি বলে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন সভায় লক্ষ্য করেছি তাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের অধিকার, শিশুর অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করে এডভোকেসি কর্মসূচির গ্রহণ করার দৃঢ় পদক্ষেপ, নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের ক্ষেত্র তৈরি এবং তার বিস্তৃতির প্রচেষ্টা। এসব সাফল্যের পশ্চাতে আসল চালিকাশক্তি হলো এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যবৃন্দ। বিশেষ করে এর নির্বাহী পরিচালক এবং তাঁর কর্মীদের স্বচ্ছতা, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি সকলের বিনম্র ব্যবহার গণসাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের প্রধান কারণ।

এই প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে ১৯৯০ সালে আমি সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। যারা ছিলেন তারা প্রায় সকলেই আমার গুরুজন, শিক্ষক, বন্ধু-সুজন, সম-পথের পথিক। তাদের এই উদ্যোগের জন্য, এই দূরদর্শিতার জন্য আমরা, দেশবাসী কৃতজ্ঞ। এই কথাটির প্রমাণস্বরূপ একজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যিনি সূচনালগ্নে এবং তারপর গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্ণধার ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি আমাদের নমস্য, সকলের প্রিয় স্যার ফজলে হাসান আবেদ। আজ সারা বিশ্বের কাছে তিনি আমাদের গৌরব। অদ্যাবধি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সুপরিচিত ব্র্যাক, ব্র্যাকের রিসার্চ সেকশন গণসাক্ষরতা অভিযানকে সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাক-এর এই শর্তহীন কাজের ঋণ আমরা কোন দিন পরিশোধ করতে পারব না।

আর একজন অতি কর্মঠ সদস্যের কথা বলতে চাই। তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের জন্য প্রচুর কাজ করেন। আবার নীরবেও বহু কাজ সম্পন্ন করেন। তাই তাকে আমি আমাদের নীরব পথপ্রদর্শক বলি। তিনি আমাদের মনজুর ভাই- ড. মনজুর আহমেদ। কেবলমাত্র সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা-উপাদান অনুসন্ধান এবং তার জন্য সুচিন্তিত নির্দেশনা প্রদানও প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সভায়, তিনি কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে চমৎকারভাবে প্রতিটি বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেন। তার একটি সরল সারাংশ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে সকলের সামনে তুলে ধরেন। আর একটি শিক্ষণীয় দিক, নেতিবাচক বক্তব্যগুলোকে ইতিবাচক রূপ দিয়ে উপস্থাপন করার বিশেষ কৌশল।

গণসাক্ষরতা অভিযানের বহুমুখী কর্মসূচির মধ্যে আর একটি ক্রমচলমান কাজ এর বহুল প্রচারিত সাক্ষরতা বুলেটিন। অতি সম্প্রতি জানুয়ারি ২০১৬, ২৬০ নম্বর সংখ্যা আমার হস্তগত হয়। এই প্রকাষনার সূচনালগ্ন কখন কীভাবে হয় সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু এর পরিবেশনা আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে সর্বদা। এতে যেমন তৃণমূল থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনা পর্যন্ত নানান খবর প্রকাশিত হয়, আবার তথ্যবহুল বিশ্লেষণও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলা সাহিত্য-সম্ভারও পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এমনি একটা সুলিখিত প্রবন্ধ এই বুলেটিনের কোনো একটি সংখ্যায় পড়েছিলাম। শফি আহমেদ-এর লেখা রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক তিন কবির প্রকাশভঙ্গী এবং কাব্যিক বিশিষ্টতা সম্পর্কে। লেখাটি পাঠ করে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। আমার প্রত্যাশা এ ধরনের উঁচুমাপের অথচ আনন্দবহুল সুখপাঠ্য রচনাও যেন আরো বেশি বেশি এই বুলেটিনে যথাসময়ে স্থান পায়। প্রতি মাসে আমি এই বুলেটিনের প্রতীক্ষায় থাকি।

৫

১৯১৪ সাল। দু'বছর স্থায়িত্বের কাউন্সিল সদস্য-পদ শেষে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি সভায় আমদের দু'জনকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হল অতি মনোরম ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে। সেই সভায় সভাপতি রফিকুল আলম তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'জওশন আপাকে সব সময় আমাদের মাঝে পেয়েছি। তাদের স্থান পূরণ করতে যারা আসবেন আশা করি তারাও একইভাবে আমাদেরকে সহায়তা করবেন।' এটা একটা অতি সাধারণ উক্তি। কিন্তু অর্থবহুল এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। এর মাধ্যমে তিনি সকল সদস্যকে বিনীতভাবে বার্তা দিলেন যে, যেন সকলে গণসাক্ষরতা অভিযানে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এভাবে বিভিন্ন সহজ কৌশলের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান আজ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান সাফল্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

একজন সাধারণ সদস্যকে এ অসামান্য সম্মানের সহিত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার ক্ষণটি আমার স্মৃতিতে চির জাগরুক থাকবে। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম আমিও তাদের সাথে আজীবন থাকব।

৬

এই প্রতিষ্ঠান, যারা বিন্দু থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ২৫ বছর সুশৃঙ্খল এবং সুশাসনের সাথে পরিচালিত করেছেন, কাজ করেছেন, বিনা দ্বিধায় আনন্দের সঙ্গে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন- তাদের সকলকে আজ এই শুভ লগনে, রজত জয়ন্তীতে আমার অশেষ অভিনন্দন।

25 Years of CAMPE

গণসাক্ষরতা অভিযান : আমার চব্বিশ বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১৯৯০ সাল থেকেই। অনেকটা দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতই এ সম্পর্কের সৃষ্টি। আমি তখন কাজ করতাম ডানিডা'র সহায়তায় পরিচালিত গণশিক্ষা কর্মসূচি, নোয়াখালীতে। গণশিক্ষার প্রধান নির্বাহী অসুস্থ থাকায় বিকল্প হিসেবে আমাকেই আসতে হলো গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এনজিও ব্যবস্থাপকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য।

তার পরদিন দিনভর শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনা করলাম। হাবিব ভাই তখন নিজেই এসব প্রশিক্ষণে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি আমার প্রশিক্ষণ পরিচালনার উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন। এরপর ১৯৯১-'৯২ সালেও আমি একাধিকবার প্রশিক্ষক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ লাভ করি।

১৯৯৩ সালে গণশিক্ষা কর্মসূচি শেষ হয়ে গেলে আমি ঢাকায় একটি চাকরি খোঁজার জন্য আসি। হাবিব ভাই আমাকে এ প্রতিষ্ঠানেই একটি দরখাস্ত দিতে বলেন। আমি দরখাস্ত জমা দিই, পরীক্ষা দিই এবং আমার চাকরিও হয়ে যায়। একই সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সাত তারিখে আমি এ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি এবং আমাকে তার পরদিন একটি কর্মশালা পরিচালনার জন্য কুড়িগ্রাম চলে যেতে হয়। তিন দিন পর সেখান থেকে ফিরে আসার পরপরই আমি দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ইউনিটের। আগে থেকেই এ ইউনিটে কাজ করছিল তাপস ও বাবু। আমার সঙ্গে একই দিনে চাকরিতে যোগ দিল অনীতা এবং এর কয়েক মাস পরে মৌসুমী ও লিটন। শুরু হলো আমার জীবনের আরেক অধ্যায়।

হাবিব ভাই ছাড়া এখানে তখন যারা কাজ করত তারা সকলেই ছিল তরুণ এবং তাদের এটাই ছিল জীবনের প্রথম চাকরি বা কাজ। তবে তারা সকলেই ছিল উদ্যমী এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। অল্প কিছু মানুষ অথচ অনেক কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে শুরু হওয়া এ সংগঠনে এসে আমি কাজ করার এক বিশাল জগৎ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম, পেলাম কাজ করার অপার স্বাধীনতা, সুযোগ।

১৯৯৩ সালের মার্চ মাস থেকেই পূর্ণ উদ্যমে আমরা সাক্ষরতা সংস্থার ব্যবস্থাপকদের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ শুরু করলাম। ৪/৬, লালমাটিয়ায় অবস্থিত বাড়িতে অবস্থিত গণসাক্ষরতা অফিসের নিচ তলায় স্থাপন করা হয় প্রশিক্ষণ কক্ষ ও বিশ জনের আবাসন ব্যবস্থা। দিন-রাত চলতে থাকে প্রশিক্ষণ। খুব ঘটা করে আয়োজিত হতো এসব প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানের সার্টিফিকেট বিতরণের জন্য আসতেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ও ড. মাহমুদ হাসান। তৎকালীন ইনফেপ-এর মহাপরিচালক শহীদুল ইসলামসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত, ড. আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন, আতাউর রহমান, শামসুজ্জামান খান, প্রফেসর রোকেয়া রহমানসহ আরো অনেকেই এখানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন। নানা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন ড. জালাল উদ্দিন (ভারত), ড. ডেভিড ক্লার্ক (ইউকে), ড. ভলমেন (ইউনেস্কো) সহ আরো অনেকে।

গণসাক্ষরতার জরিপ অনুসারে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিও'র সংখ্যা ছিল প্রায় ২২৬টি। ১৯৯৫ সালের জরিপে এ সংখ্যা ৪৫০-এ গিয়ে দাঁড়ায়। তারা সকলেই সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করত। কিন্তু অব্যাহত শিক্ষার জন্য তাদের অনেকেরই কোনো শিক্ষা উপকরণ ছিল না। এ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে গণসাক্ষরতা অভিযান। শুরু হয় অব্যাহত শিক্ষা ও পরিপূরক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণের কাজ। আমার মনে আছে, বয়স্ক সাক্ষরদের জন্য মাসিক পত্রিকা পড়ুয়া'র পাশাপাশি আমি কিশোরী কথা নামে কিশোরীদের সচেতনতাবিকাশী একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে চাইলাম। এ প্রস্তাবটি নিয়ে আমাদের তৎকালীন পরিচালক আল-মুতি শরফুদ্দিন ভাইয়ের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম বরাদ্দ চেয়ে একটি প্রস্তাবনা জমা দিলাম। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন, তবে যথারীতি হাস্যরস সৃষ্টি করে বললেন যে, পত্রিকা বিক্রি করে এ টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে এ টাকা আমার বেতন থেকে কেটে রাখবেন। আমি আমার বেতন কম বলে উল্লেখ করলে অগত্যা তিনি তার বেতন থেকেই এ টাকা কেটে রাখা হবে বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

১৯৯৬-এর শুরুর দিকে ড. আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিলেন। হাবিব ভাই যোগ দিলেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসে। এক ঝাঁক কর্মীও তখন একসাথে ছেড়ে দিল এ প্রতিষ্ঠান। এক ধরনের অনিশ্চয়তা বা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেল এ প্রতিষ্ঠানটি। তখন রাশেদা আপা যোগদান করেন এ প্রতিষ্ঠানে। আমরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনে আছে এ সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করার জন্য আমরা নানা সংগঠনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অনেক সংগঠনই এগিয়ে এলো। প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা তখন জমা হয়েছিল বই বিক্রি আর প্রশিক্ষণ প্রদান বাবদ।

ডিএনএফই-তে তখন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন ফিলিপিনো লেমুয়াল মিরাভেলাস। তিনি একদিন আমাকে ডেকে ডিএনএফই-এর সাক্ষরতা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অন্তত দুইশত ব্যবস্থাপকের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি এবং তা এসডিসিতে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। রাশেদা আপাও এসডিসি-এর শিক্ষা প্রধান

এনেমারীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এসডিসি-এর সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। আবার শুরু হয় নতুন করে পথচলা। একই সময়ে রাশেদা আপার প্রচেষ্টায় গণসাক্ষরতা অভিযান যুক্ত হয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "সেমপ" কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে। বৃহৎ এ কর্মসূচির ৫.১ নম্বর শাখার আওতায় শুরু হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। আমরা তখন রাশেদা আপার নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সারা দেশে পরিবেশ সচেতনতা বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ শিক্ষার শিক্ষাক্রমসহ মৌলিক পর্যায়ের জন্য এক সেট পরিবেশ শিক্ষা উপকরণ। একই সঙ্গে প্রণীত হয় বেশ কিছু পরিবেশ বিষয়ক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন "পরিবেশ কথকতা।" সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

আমার মনে আছে, সে সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযানকে বিশেষ করে আমাদের পরিবেশ বিষয়ক সর্ব কার্যক্রমে অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন ইউএনডিপি-এর শিরিন কামাল সাঈদ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ড. মাহফুজুর রহমানসহ অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা। প্রায় দশ লক্ষ মানুষ সরাসরি যুক্ত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত পরিবেশ সচেতনতা উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে। বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে পরিবেশ শিক্ষার ধারণা, পরিবেশ শিক্ষা যুক্ত হয় বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের সঙ্গে।

২০০০ সালের পর থেকেই মূলত গণসাক্ষরতা অভিযানের এডভোকেসি ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হতে শুরু করে। একই সঙ্গে জনসম্পৃক্ততার পরিধিও সম্প্রসারিত হয়। আর এসব কিছু নিয়েই আমরা তখন ২০০২ সালের দিকে নতুন করে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্ম-কৌশল প্রণয়ন করি। দাতাসংস্থা এসডিসি ও আরএনই গণসাক্ষরতা অভিযানকে সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়। বেড়ে যায় গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মপরিধি। একদিন রাশেদা আপা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় যান। সেখানেই আলোচনা হয় উন্মুক্ত শিখন পদ্ধতিতে জেএসসি কোর্স পরিচালনার একটি ধারা সৃষ্টিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের ভূমিকা নিয়ে। সভা শেষে বাংলাদেশের অগণিত ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে শ্রমবাজারের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য একটি যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য রাশেদা আপা আমায় পরামর্শ দেন। এই লক্ষ্যে আমরা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রহণ করি নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্মুক্ত শিক্ষা কর্মসূচি, যা বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করেছে।

সহস্রাব্দের প্রথম দশকে গণসাক্ষরতা অভিযানের অংশীজনদের ধরনেও বিস্তৃতি আসে। ধীরে ধীরে আমার দায়িত্বের মধ্যে নেটওয়ার্কিং, এডভোকেসি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধিত্ব যুক্ত হয়।

অভিযান যুক্ত হল সরকারি-বেসরকারি নানা নেটওয়ার্কের সঙ্গে। গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধি হিসেবে ডিপিই, বিএনএফই, ডিটিই, এনএসডিসি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কম-বেশি অন্তত দশটি মন্ত্রণালয়ের নানা ধরনের কমিটির কাজকর্মে অভিযান জড়িত হয়ে পড়ে।

কিন্তু আমাদের অর্জন কতটা! এদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে কতটুকু দাঁড়াতে পেরেছে গণসাক্ষরতা অভিযান! এ এক বিশাল প্রশ্ন। ভবিষ্যৎই এ প্রশ্নের উত্তর দেবে। তবে আমি নির্দিধায় বলতে পারি, শিক্ষা ও সাক্ষরতা কার্যক্রমে সক্ষমতা ও সচেতনতা উন্নয়নের যে ধারা আমরা গণসাক্ষরতা অভিযানে সৃষ্টি করেছি তা এখনও অব্যাহত আছে, ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে ১৯৯৫ সালে আমি ব্রিটেনের লীড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করি। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা সকলে মিলে শিশু শিক্ষায় বিগ-বুক তৈরি ও ব্যবহার, দলীয় শিখন কার্যক্রম, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির ধারণা বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব পদ্ধতি এখন বহুল পরিচিত।

এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান প্রায় পাঁচশতটি অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করেছে এবং লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। প্রতি মাসেই এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় সাক্ষরতা বুলেটিন, পড়ুয়া, কিশোরী কথা, পহর, প্রয়াস সহ প্রায় ৫টি মাসিক পত্রিকা। এগুলোও বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও নীতি নির্ধারণী মহলে।

এ প্রতিষ্ঠান আমাকে দিয়েছে অকৃপণভাবে। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে আমি পৃথিবীবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছি। আমি রিসোর্সপার্সন হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছি দেশে-বিদেশে নানা ফোরামে, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিগত বছরগুলোতে আমি এ প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কিছু শিখেছি, শিখছি প্রতিনিয়ত। রাশেদা আপা, হাবিব ভাই, শফি স্যার প্রমুখ ছাড়াও আমার সহকর্মীবৃন্দের সহায়তায় আমার এ পথচলা। আজকের এ শুভক্ষণে সবার প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচির সর্বনিম্ন স্তরে আমি আমার চাকরি জীবন শুরু করি। আর এখন আমি কাজ করি শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এসবই এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে।

আলোর পথে আঠার বছরের পথিক

কে. এম. এনামুল হক
উপ-পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পঁচিশ বছর পূর্তি একটি পরম আনন্দ-সংবাদ। এই অভিযাত্রায় আমার অংশগ্রহণের বয়স আঠার বছর। এ সময়কালে অভিযান বেড়ে উঠেছে পূর্ণতর প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সাথে সাথে উন্নয়ন ঘটেছে আমার পদবী, চিন্তা-চেতনা ও সক্ষমতার। অভিযান-এ যোগদান করেছিলাম উপ-ব্যবস্থাপক হিসাবে। এটি তখন হিসাব বিভাগের প্রধান-এর পদ। পরে প্রোগ্রামে চলে যাই। এখন উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এ সময়কালে অভিযান-এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন গবেষণা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এডভোকেসি ও মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এ আমার যোগদান একটি ট্রানজিশন পিরিয়ডে। যাদের হাতে অভিযান তৈরি হয়েছিল বাস্তব কারণে, তাদের অনেকেই তখন গণসাক্ষরতা অভিযান ছেড়ে চলে গেছেন অথবা অভিযান-এর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা সীমিত করেছেন । ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, হাবিব ভাই, রানা আপা অভিযান ছেড়ে চলে গেছেন। ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান ভাই জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। অভিযানের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এসেছে এবং জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী এক্স-অফিসিও মেম্বার সেক্রেটারী হিসেবে যোগদান করেছেন। কাজে যোগদান করে প্রথম দিকেই বুঝতে পারলাম অভিযান-এর কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে নেমে এসেছে, আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অভিযানের উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রথম ফেইজের কার্যক্রম শেষ হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ফেইজে কোন উন্নয়ন সহযোগী না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে। বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিলাম একটি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দাঁড়ানোর অগ্রযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলাম। চাকরিতে যোগদানের পর প্রথম দায়িত্ব হলো পূর্ববর্তী ফেইজে যে সকল সহযোগী সংগঠন অভিযান-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তাদের হিসাব নিষ্পত্তি করা।

ফিল্ডে আমার প্রথম এসাইনমেন্ট শেষে ঠিকমতো মনোযোগ দিলাম প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন কাঠামো জোরদার করার দিকে। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি নীতিমালা পর্যালোচনা ও নতুন নীতি প্রণয়নের কাজে প্রচুর সময় দিতে হতো মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং জেন্ডার নীতিমালা,-এর প্রতিটিতেই আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

শুরুতেই বুঝতে পারলাম হিসাব বিভাগের ওপর সহকর্মীদের অনেক ক্ষোভ রয়েছে। তখন হিসাব বিভাগে একমাত্র কর্মী শওকত ভাই। প্রয়োজনের সময় টাকা পাওয়া যায় না বলে এ বিষয়ে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যা এই টেনশন দূরীকরণে ব্যাপক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

UNDP - র সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে Sustainable Environment Management Program (SEMP) প্রকল্প এবং এসডিসি'র সাথে ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে SDC-র সহায়তায় দুটি প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকৃতপক্ষে অভিযান-এর নবযাত্রা শুরু হয়। অভিযান-এর কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এদিকে লালমাটিয়া অফিসের বিল্ডিংটি অন্যত্র বিক্রি হয়ে যাওয়ায় নতুন বাড়ি খোঁজা শুরু হয়। হঠাৎ একদিন ৫/১৪, হুমায়ুন রোডের বাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায়। এটি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড় এবং ভাড়াও বেশি। অনেকটা ঝুকি নিয়েই কিছু শর্তসাপেক্ষে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হলো। বাড়িওয়ালা ছাদে একটি ট্রেনিং রুম করে দিলেন। নিচতলাটি ডাইনিং রুম এবং ডরমেটরী হিসেবে ব্যবহার শুরু হল। তিন তলার একটি রুম তৎকালীন DNFE ২ জন কনসালটেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হল। ২/৩ মাসের মধ্যে বোঝা গেল অফিস ভাড়ার সিংহভাগ ট্রেনিং সেন্টার থেকে নির্বাহ করা যাচ্ছে, কিছু সঞ্চয়ও হচ্ছে।

২০০১ সালে একদিন রাশেদা আপা বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে আমাকে বলে গেলেন একজন বিদেশী ভদ্রলোক ফোন করতে পারেন, প্রয়োজনে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। এর দুদিন পরই Cornelius Hackings নামে এক ভদ্রলোক ফোন করলেন। বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন এনজিও

প্রতিনিধিদের সাথে একটি মিটিং করতে চান। ধরে নিলাম তিনিই কাঙ্ক্ষিত ভদ্রলোক এবং আপার অনুপস্থিতিতেই বর্ণিত মিটিং আয়োজন করলাম যেন আপা ফিরে এসে মিটিং-এ যোগদান করতে পারেন। আপা ফিরে আসার পর বুঝলাম ইনি ভিন্ন লোক। প্রাথমিকভাবে আপার একটু অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তিনি সভায় অংশগ্রহণ করলেন। সভাটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সভা শেষে কর্নেলিয়াস আপার সাথে আলাদাভাবে বসলেন এবং অভিযান-এর কার্যক্রম এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পর্কে জানলেন। বুঝতে পারলেন যে আমাদের মধ্যমেয়াদি কর্মকৌশল (Stratagic Plan) এর ৭টি ইস্যুর মধ্যে মাত্র ১.৫ টি ইস্যু বিষয়ে অর্থায়ন নিশ্চিত হয়েছে। কোয়ালিশন হিসেবে অভিযান এখনও অনেক কাজ করতে পারছে না। আমাদের মূল প্রকল্প প্রস্তাবনাটি তার কাছে প্রেরণের অনুরোধ করলেন।

এক সপ্তাহ পর ঢাকাস্থ নেদারল্যাণ্ড এম্বেসিতে মিটিং। তিনি আমাদের পুরো প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অর্থায়নে সম্মতি জানালেন। শুধু একটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ওপর নির্ভরতার অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেজন্য সম্ভাব্য সহযোগী সংস্থা নির্বাচন করা হতে পারে সে সম্পর্কেও তার সাথে আলোচনা হল। পরের সপ্তাহে আবার গেলাম RNE তে। এদিন এসডিসি'র পক্ষ থেকে তাহসিনা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা থেকে বুঝলাম, এসডিসি অর্থায়ন করতে চায়। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এসডিসি একটি (Organizational Assessment) প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন করতে চায়। আরএনইও একমত প্রকাশ করল। Win Bilvert -এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ২ সপ্তাহের অধিক সময় ধরে এ মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। তাদের কাজের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তারা বনানীতে একটি অফিস ভাড়া নেন। প্রথম কয়েকদিন অভিযান কার্যালয়ে বসলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তারা বনানী কার্যালয়ে বসেন। অভিযানের পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় আমি তাদের সাথে কাজ করেছি। এরপর প্রতি ফেইজ-এ অভিযানের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য ও অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কর্মীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

২০০৩ সালে আমি গ্লোবাল পার্টনারশীপ আয়োজিত NGO Leadership and Management বিষয়ে একটি Post Graduate Diploma কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। এটি গণসাক্ষরতা অভিযান-এ আমার পেশাগত উন্নয়নের একটি অন্যতম মাইলফলক। এরই সূত্র ধরে আমার অবস্থান পরিবর্তিত হয় এবং ২০০৫ সালে আরএমইডি ইউনিটের দায়িত্ব নেই। ২০১৩ সালে অপর একটি কর্মী মূল্যায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃবিন্যাস হয়। সে প্রক্রিয়ায় আমাকে উপ-পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়।

এডুকেশন ওয়াচ

১৯৯৬ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্যোগে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার মতো শক্ত ও ব্যাপক শিক্ষার ভিত্তি তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের (সুশীল সমাজের) এখনও অনেক কিছু করার আছে বলে সম্মেলনে মত প্রকাশ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নপ্রত্যাশী ও শিক্ষানুরাগী সমমনা কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে 'এডুকেশন ওয়াচ' নামে একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণসাক্ষরতা অভিযান *এডুকেশন ওয়াচ*-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করে আসছে।

এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত তালিকাটি বৃহৎ। কিন্তু যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে তাদের মধ্যে আছেন, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, আ. ন. ম ইউসুফ, কাজী ফজলুর রহমান, আহমেদ মোস্তাক রাজা চৌধূরী, কাজী সালেহ আহমেদ, সমীর রঞ্জন নাথ, কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ড. মনজুর আহমেদ, অধ্যাপক নাজমুল হক, অধ্যাপক শফি আহমেদ, মোঃ আজিজুল হক, অধ্যাপক নূরুল আলম, মুনতাসীম তানভীর, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, ড. আহমেদউল্লাহ মিয়া, ড. আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ মহসিন, ড. রেহমান সোবহান, ড. ফরাস উদ্দীন আহমেদ, জওশন আরা রহমান, রওশন জাহান, সামসে আরা হাসান ও চৌধূরী মুফাদ আহমেদ।

প্রয়াত শিক্ষানুরাগী জনাব আ. ন. ম ইউসুফ এডুকেশন ওয়াচ-এর সূচনালগ্ন থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এডুকেশন ওয়াচ-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিশিষ্ট শিক্ষাব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন শিক্ষা সচিব জনাব কাজী ফজলুর

রহমান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমার সুযোগ হয়েছে দুজনার কাছ থেকেই অনেক কিছু শেখার। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ভাইকে লেখা ইউসুফ ভাই-এর চিঠি এবং আবেদ ভাই প্রেরিত তার জবাব আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বুঝতে পেরেছি।

১৯৯৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা ও মৌলিক শিক্ষার স্তর নিয়ে যে গবেষণা-কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, আজ তা প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি ছাড়িয়ে মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত চৌদ্দটি এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি প্রক্রিয়াধীন আছে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরে গবেষণা হয়েছে আরো অন্তত ৩০-৪০টি। এগুলোতে শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও শিক্ষায় অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী প্রভাবিত করে এমন সূচক নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এগুলো থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, যা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে শুরু করে অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। এসব প্রতিবেদন বাংলাদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

এসব গবেষণার প্রতিটি প্রতিবেদনে নীতি-নির্ধারকদের সহায়তা দেয়ার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা/সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে আলোচনা সভাসহ নানামুখী এডভোকেসি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে 'মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব গবেষণা প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা মানব-সম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি, ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক। *এডুকেশন ওয়াচ*-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে অভিযান ২০০৯ সাল থেকে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নামে একটি নতুন উদ্যোগ নেয়া যা বাংলাদেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। *এডুকেশন ওয়াচ*-এর সাফল্য দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছেছে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকাসহ ১০টি দেশে এবং আফ্রিকা মহাদেশের ১৩টি দেশে *এডুকেশন ওয়াচ* মডেল অনুসরণ করে শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা করা হয়। এসব উদ্যোগ বিশ্ব পরিমণ্ডলে গণসাক্ষরতা অভিযান তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অভিযান

২০০৬ সালে অভিযান-এর পক্ষ থেকে প্রথম বিদেশ যাওয়া। ASPBAE -এর Real World Strategy (RWS) কার্যক্রমের আওতায় এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের National Education Coalition গুলোর এক সাথে কাজ করার এক নতুন উদ্যোগ শুরু হয়। পরবর্তী কালে CSEF কার্যক্রমের আওতায় তা সুসংহত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে ASPBAE ও GCE-র সাথে আমার সরাসরি যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো EFA-MDA (Nepal), GCE World Assembly (France, SA), CCNGO Grobal Assembly, Frace, Dhaka), APREC (Thailand), World Education Forum (Korea), ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা অথবা রিসোর্স পাসন হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে আমার। ASPBAE- র সুবাদে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে যেমন, দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাপুয়া, নিউগিনি, ভানুয়াতু, পূর্ব তিমুর প্রভৃতি।

শেষ কথা

আমার এ যাত্রাপথে অনেক সহকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম যুক্ত রয়েছে। যাদের কথা উল্লেখ করা খুব প্রয়োজন তাদের মধ্যে রয়েছেন গিয়াস, মাহফুজ, ইসমাইল, বাকী, কামরুন, ইকবাল, দিলীপ, রউফ, মাকসুদা, সামসুন, মোস্তাফিজ, আফিয়া, শওকত ভাই সহ আরো অনেকেই। রাশেদা আপা, তাসনীম আপা, ম. হাবিব ভাই, শফি ভাই, জ্যোতিদা, মনজুর ভাই, রওশন জাহান আপা, কাজী সালেহ স্যার, মোস্তাক ভাইসহ অনেকের পরামর্শ আমার চলার পথকে সুগম করেছে।

আঠার বছরের অভিযাত্রায় এগিয়েছি অনেকটা পথ। যেতে হবে আরো বহুদূর। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষার অধিকার আদায়ের এ প্রয়াস যদি ন্যূনতম কাজে লাগে, তবেই সার্থক হবে এ পথ চলা।

এক নজরে গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে কর্মরত শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের প্রাতিষ্ঠানিক জোট গণসাক্ষরতা অভিযান বিগত আড়াই দশক ধরে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের অব্যবহিত পর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০-এর শেষ দিকে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত ১৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে সংস্থাটি মৌলিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক মোর্চা হিসেবে পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়।

সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-এর আওতায় নিবন্ধিত এ সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, ইউএন এজেন্সি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ বহু আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত যেমন, এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডাল্ট এন্ড বেসিক এডুকেশন (ASPBAE), ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডাল্ট এডুকেশন (ICAE), গ্লোবাল কল টু এ্যাকশন এগেইনস্ট পোভার্টি (G-CAP) এবং গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (GCE)। সম্প্রতি ইউনেস্কো গণসাক্ষরতা অভিযানকে বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বেসরকারি প্লাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সূত্রে এখন ইউনেস্কো CCNGO Coordination Group-এর নির্বাচিত সদস্য।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রধান লক্ষ্য অন্যতম হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সাক্ষরতা এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ। এই লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্য অর্জনে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে টেকসই, গণমুখী নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এডভোকেসি ও লবিং করতে গণসাক্ষরতা অভিযান অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য নানাবিধ নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম, সময়োপযোগী সমন্বয় ও সহায়ক সেবা প্রদান এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ব্যবস্থাপনা

- সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর একটি কার্য-নির্বাহী পরিষদ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে পিএমসি ইউনিট, আরএমইডি ইউনিট, ইএফএপিআইডি ও ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নামের ৪টি প্রোগ্রাম ইউনিট-এর মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান তার পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ ছাড়াও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এবং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত একটি ম্যানেজমেন্ট টীম কর্তৃক সার্বিক কর্মপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়।
- সব ধরনের নীতিমালা ও বাজেট কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদনের পর তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অভিযানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো অনুদান এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্যও কাউন্সিল নিয়মিত দিক-নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং করে থাকেন।

প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে পলিসি এডভোকেসি ও লবিং;
- বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিং;
- নীতি নির্ধারণীমূলক গবেষণা (যেমন- এডুকেশন ওয়াচ) পরিচালনা;
- শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে উদ্ভাবনী মডেল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তরণ;
- এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজনদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী/কর্মরত সুশীল সমাজের ভূমিকা সক্রিয়করণ;
- অব্যাহত শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষক, পরিবেশ শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ, জেন্ডার সমতা, শিক্ষায় সুশাসন ইত্যাদির ধারণা সর্বপর্যায়ে বিস্তরণ;

- শিক্ষার প্রসার, স্কুলে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধে জনমত সংগঠন;
- শিক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমকে জোরালো, ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের কয়েকটি প্রধান ভূমিকা ও অর্জন

- শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট এবং জাতীয়ভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ।
- দেশ-বিদেশে শিক্ষা সেক্টরের একটি গ্রহণযোগ্য ফোরাম হিসেবে স্বীকৃতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যপদ লাভ।
- 'এডুকেশন ওয়াচ' শীর্ষক গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্টের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে বই প্রাপ্তির সুযোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন।
- দেশব্যাপী 'এনএফই ম্যাপিং' প্রণয়ন ও সংরক্ষণে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন।
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনমত সংগঠন এবং প্রদত্ত সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্তিকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং শিক্ষাক্রম পরিমার্জনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- সরকার কর্তৃক দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য শিক্ষাদানে 'নমনীয় স্কুল পঞ্জিকা' প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন।
- তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও কয়েক হাজার শিক্ষাকর্মীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দূর করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, এনএফই পলিসি ২০০৬, ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- বিভিন্ন সরকারি ফোরামে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।
- বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বেসরকারি সংগঠনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে গণসাক্ষরতা অভিযানের তৎপরতায় বিশেষজ্ঞবৃন্দ কর্তৃক সমীক্ষা এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- অভিযান-এর সদস্য ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনদাবি উত্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের লক্ষ্যে নিরন্তর এ্যাডভোকেসির ফলে ৫টি আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু।
- বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি প্রণয়নে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতিসমূহকে সংযুক্তকরণ।

আগামীর ভাবনা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম জাতি গঠনে প্রয়োজন "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। গণসাক্ষরতা অভিযান আশা করে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নসহ শিক্ষায় অভিগম্যতা, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাসসহ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সম্প্রতি জাতিসংঘে গৃহীত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" (SDGs) অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণ ও জনমুখী কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে সকল সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যন্ত জনপদে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের যাবতীয় গবেষণা উদ্যোগ, এডভোকেসি ও লবিংসহ মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে আরো বেগবান করা হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উন্নয়ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিযান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্বাস করে কোনো একক শক্তির পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, গণমাধ্যমসহ সকল পেশাজীবী মানুষের যুগপৎ সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ ধরনের যৌথ প্রয়াস সংগঠন ও সম্প্রসারণে গণসাক্ষরতা অভিযান সর্বদাই তৎপর থাকবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা কাউন্সিল

স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ব্র্যাক
ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান, জিএসএস
কাজী রফিকুল আলম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
ড. কাজী ফারুক আহমেদ, প্রশিকা
যেহীন আহমদ, এফআইভিডিবি
আতাউর রহমান, জিইউপি
ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
মারসেলিন পি. রোজারিও, আরডিআরএস
অধ্যাপক রোকেয়া রহমান কবির, এসএনএসপি
জেফরি এস. পেরেরা, কারিতাস
ড. খাজা সামসুল হুদা, পরিচালক, এডাব
সুশান্ত অধিকারী, সিসিডিবি
মুহাম্মদ আজিজুল হক, বেইস
শফিকুল এইচ. চৌধুরী, আশা
শেখ এ. হালিম, ভার্ক
আরমা দত্ত, প্রিপ ট্রাস্ট

বর্তমান কাউন্সিল

কাজী রফিকুল আলম, চেয়ারপার্সন
ড. মনজুর আহমদ, ভাইস চেয়ারপার্সন
আরমা দত্ত, ভাইস চেয়ারপার্সন
ম. হাবিবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ
রাশেদা কে. চৌধূরী, সদস্য সচিব
নাছির উদ্দিন আহমেদ, সদস্য
যেহীন আহমেদ, সদস্য
গোলাম মোস্তফা দুলাল, সদস্য
শেখ এ. হালিম, সদস্য
সামসে আরা হাসান, সদস্য
মাহবুবুল ইসলাম, সদস্য
ডা. সালিমা রহমান, সদস্য
পবন রিচিল, সদস্য
রোকেয়া আফজাল রহমান, সদস্য
পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, সদস্য
মো. আবু তাহের, সদস্য
খোন্দকার আরিফুল ইসলাম, সদস্য
শামীমা লাইজু নীলা, সদস্য
শিশির এঞ্জেলো রোজারিও, সদস্য
ললিত সি. চাকমা, সদস্য
জ্যোতি এফ. গোমেজ, কাউন্সিল উপদেষ্টা

বিভিন্ন সময়ে (১৯৯১ - ২০১৪) যাঁরা অভিযান কাউন্সিল (বোর্ড)-এ দায়িত্ব পালন করেছেন

কামাল উদ্দিন আকবর, নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস
আ. ন. ম ইউসুফ (মরহুম), উপদেষ্টা, (ব্যক্তি মর্যাদায়)
শফিক খান, নির্বাহী পরিচালক, জিএসকে
ড. খুরশীদ আলম, নির্বাহী পরিচালক, কোডেক
নাসরিন পারভীন হক (মরহুম), কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড
ড. কাশেম চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, জিএসকে
ড. টমাস ডি কস্তা, উন্নয়ন পরিচালক, কারিতাস
ড. এম. বি. জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ
হারুন অর রশিদ লাল, নির্বাহী পরিচালক, সলিডারিটি
শোয়েব সিদ্দিকি, কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড
নাসিমা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, শিশু নিলয়
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম, নির্বাহী পরিচালক, বিজ্ঞান ও গণশিক্ষা কেন্দ্র
হারুন অর রশিদ, উপ-পরিচালক, প্রশিকা
ড. বেনেডিক্ট আলো ডি. রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস
আহমেদ তাজুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর, এডুকেশন, সিসিডিবি
আসমা আক্তার মুক্তা, নির্বাহী পরিচালক, রাসিন
এম সিরাজুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বেইস
ফারাহ্ কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর, একশনএইড
মো: বদরুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, বেইস
মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম, প্রধান, সর্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিকা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) আফতাব উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ
ড. আনোয়ারা বেগম, পরিচালক (গবেষণা), সিরডাপ (ব্যক্তি মর্যাদায়)
জওশন আরা রহমান, সাবেক প্রধান কর্মসূচি পরিচালক, ইউনিসেফ (ব্যক্তি মর্যাদায়)
জাকি হাসান, নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ
ড. মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সাইট সেভার্স ইন্টারন্যাশনাল
মমতাজ খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, আশ্রয় ফাউন্ডেশন
মথুরা ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি

25 Years of CAMPE

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সদস্য : আমাদের পথচলার সাথী

- ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন
- হোমল্যান্ড এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট (হাসি)
- হোপ
- ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
- প্রত্যাশা
- সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সাইন্স (সিএমইএস)
- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বিপিএফ)
- ক্যাটালিস্ট
- নব জীবন
- দি সালভেশন আর্মি ইনটিগ্রেটেড চিলড্রেন'স সেন্টার (আইসিসি)
- ইউকে-বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্ট (ইউকেবিইটি)
- উদয়ন বাংলাদেশ
- বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- সচেতন
- দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
- বর্ষা ফাউন্ডেশন (বর্ষা)
- পল্লী রক্ষা সংস্থা (পরস)
- কো-অপারেশন ইন ডেভেলপমেন্ট (সিও-আইডি)
- নজীর (নতুন জীবন রচি)
- গ্রীন ডিজএ্যাবলড ফাউন্ডেশন (জিডিএফ)
- সোসিও হেলথ্ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
- সেবা ফাউন্ডেশন
- কমিটমেন্ট ফর এডভ্যান্সড লার্নিং সোসাইটি (ক্যালস)
- সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম (এসএফএফ)
- পিপল এডভ্যান্সমেন্ট সোশ্যাল এ্যাসোসিয়েশন (পাসা)
- সংগঠিত গ্রামউন্নয়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম)
- এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এআরএবি)
- জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস)
- স্পিড ট্রাস্ট
- জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)
- গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি (জিইউসি)
- কারক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা (টিইউএসএ)
- পায়াক্ট বাংলাদেশ
- উন্নয়নমুখী সমাজ কল্যাণ সমিতি (ইউএসকেএস)
- বরেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
- সোসাইটি ফর আরবান এন্ড রুরাল হিউম্যান ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (সুহৃদ)
- উদয়ঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
- বেসিক ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস (বিডিপি)
- প্রচেষ্টা
- ভলান্টারি এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
- মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)
- হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড (এইচএফডব্লিউ)
- জৈন্তা ছিন্নমূল সংস্থা
- সোসাইটি এক্সপার্ট রিলেশন এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন (সার্ভে)
- ওমেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ডব্লিউডিপি)
- সলিডারিটি
- পল্লী সাহিত্য সংস্থা (পিএএসএস)
- এসেড-হবিগঞ্জ
- অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (ওএসএ)
- সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসডিএ)
- এ্যাসোসিয়েশন ফর ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট এন্ড চাইল্ড রাইটস (এডব্লিউএসি)
- সায়েস্তাবাদ আলট্রাজম ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল-ওয়াইড টাস্ক সেইন্ট বাংলাদেশ
- রুরাল অর্গানাইজেশন ফর ভলান্টারি এক্টিভিটিস (রোভা)
- কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
- ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ভিডিও)
- গরীব উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)
- সেতু
- বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট থ্রো ভলান্টারি এন্টারপ্রাইজ (বিআরএভিই)
- গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)
- সাদ-বাংলাদেশ
- শ্রমজীবী উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস)
- বড়বেলঘড়িয়া অগ্রণী সার্ভিস অর্গানাইজেশন (বিএএসও)
- সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসওডিইপি)
- গ্রীন বাংলাদেশ
- জাবারাং কল্যাণ সমিতি
- আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)
- পুষ্প
- বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
- বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (বিএসডিএ)
- ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল (ডব্লিউএআরপি)
- স্বনির্ভর বাংলাদেশ
- অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (ওপিসিএ)
- ভরসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটি (ভরসা)
- ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
- অনুভব
- সমাহার
- আত্ম উন্নয়ন সংস্থা (এইউএস)
- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (পিইউএস)
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সেন্টার (বিডিএসসি)
- রিসোর্স ইনটিগ্রেশন এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (রিসডা-বাংলাদেশ)
- পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)
- সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ (সিসিডিআর)
- বর্ণমালা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
- বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)
- সেবা পরিষদ (এসপি)
- সোসাইটি ফর সিলেট রিসোর্স এডভান্সমেন্ট কমিউনিটি (এসআরএসি)
- দর্পণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র
- ডাকডাকা
- অন্তরঙ্গ সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এএসকেএস)
- সমন্বিত মহিলা মুক্তি প্রচেষ্টা (এসপিএমপি)
- ইনটিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (আইআরডিসি)
- সেতু রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসআরডিএস)
- স্বপ্ন ফাউন্ডেশন
- এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এডুকো)
- সাথি এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (সাথি)
- দেবী চৌধুরাণী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (ডিসিইউপিকে)
- কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ (সিইডিএআর)
- উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস)

- সোশ্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (এসইডিএ)
- জনকল্যাণ কেন্দ্র (জিকেকে)
- সাথী
- আশ্রয়
- সীমান্তিক
- চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (চেতনা)
- শাপলা নীড়
- এ্যাসোসিয়েশন ফর ইনটিগ্রেটেড সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড পিপল (এসডাপ)
- গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
- নওজোয়ান
- সংযোগ
- জুঁই সোসাইটি
- রুটস্ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (রুটস্)
- সুশীলন
- এ্যাসোসিয়েশন ফর রিয়ালাইজেশন অব বেসিক নিডস্ (আরবান)
- পপি
- ছিন্নমূল মহিলা সমিতি (এসএমএস)
- ঝানজিরা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএসকেএস)
- শহীদ সেবা সংস্থা (এসএসএস)
- ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এফেয়ার্স (আইডিয়া)
- নেটস্ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড জাস্টিস্ (নেটস্ বাংলাদেশ)
- রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
- ওয়ার্ল্ড কনসার্ন-বাংলাদেশ
- আব্দুর রশিদ খান ঠাকুর ফাউন্ডেশন
- সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (এসইডিওপি)
- বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (বিইউকে)
- দীপ্তি বাংলাদেশ
- ট্যাষ্ট ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (টিআরডি)
- দি কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট)
- জনকল্যাণ ফোরাম (জেকেএফ)
- ইনট্রিগ্রেটেড ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (আইভিডিসি)
- ইনটিগ্রেটেড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এফোর্ড (আইএসডিই)
- কমিউনিটি এ্যাসোসিয়েশন ফর ইন্ট্রিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (সিএআইডিএস)
- শিশু পল্লী প্লাস (এসপিপি)
- সুনীতি সংঘ (এসএস)
- বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিস (বিইইএস)
- ইন সার্চ অব লাইট (আইজল)
- এডুকেশন, ডেভেলপমেন্ট এন্ড সার্ভিস (ইডিএএস)
- সোসিও ইকোনমিক হেলথ্ এডুকেশন অর্গানাইজেশন (এসইএইচইও)
- সংশপ্তক (এসএসটি)
- পল্লী এডভান্সমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (পিএডিএমএ)
- উন্নয়ন সহযোগী টিম (ইউএসটি)
- নজরুল স্মৃতি সংসদ
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (সিডিএ)
- পিপল্ ইনটিজার প্রোগ্রেসিভ এ্যাসিয়েশন ফর সোশ্যাল এক্টিভিটিস্ (পিপাসা)
- দলিত
- সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন (এসবিএফ)
- জুমচ্যাব মেট্টা ফাউন্ডেশন
- ডিজ্যাবলড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিডিও)
- কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ওমেন (সিডিওডব্লিউ)
- সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (সেরা)
- এস.ডি.এম ফাউন্ডেশন (সুকুমার দাশ মহন্ত ফাউন্ডেশন)
- আশার আলো সংস্থা (এএএস)
- রূপান্তর
- এক্টিভিটি ফর রিফরমেশন অব বেসিক নিডস্ (আরবান)
- সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ বাংলাদেশ (এসএপি-বি)
- এ্যালায়েনস্ ফর কো-অপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব)
- এইড ফাউন্ডেশন (এআইডি)
- নর্দার্ন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনডিএফ)
- ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ
- মাহালি আদিবাসী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাউস)
- আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেন'স এডুকেশনাল প্রোগ্রামস বাংলাদেশ (ইউসেপ)
- ব্যুরো বাংলাদেশ
- গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)
- পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি (পিজেইউএস)
- বাংলাদেশ লুখারিয়ান মিশন-ফিনিশ (বিএলএম-এফ)
- কেয়ারিং গ্লোরী
- সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)
- কারাপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা
- রাসিন
- সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (এসডিএস)
- রুপালী আদর্শ দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সংস্থা (আরএডিএমকেএস)
- স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস)
- পল্লী কর্ম সহায়ক সংস্থা (পিকেএসএস)
- তবিবুর রশীদ চৌধুরী হেলথ্ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (টিসিএম)
- মাদার্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এমডিএস)
- এ্যাকশনএইড-বাংলাদেশ
- ইউএসসি কানাডা-বাংলাদেশ (ইউএসসিসি-বি)
- নিডা সোসাইটি (নিডা)
- কেয়ার বাংলাদেশ
- সহায়
- সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা (এসকেইউএস)
- সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন (এসওএফ)
- নরীয়া উন্নয়ন সমিতি (এনইউএসএ)
- স্মরণী
- আশ্রয় ফাউন্ডেশন
- মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা (এমএনএসইউএস)
- শিশু নিলয়
- সেলফ্ হেল্প এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল থ্রু এডুকেশন এন্ড এন্টারপ্রেনারশীপ (এসএইচএআরইই)
- ঘরনী
- এ্যাসোসিয়শন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
- চেতনা ফাউন্ডেশন
- জাগো নারী প্রগতি সংস্থা (জেএনপিএস)
- জিকেএস ফাউন্ডেশন (জিকেএস)
- দিগন্ত সমাজ কল্যাণ সমিতি (ডিএসকেএস)
- রিলায়েন্ট ওমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডব্লিউডিও)
- কোকদন্ডী নারী উন্নয়ন মহিলা সমিতি (কেএনইউএস)
- যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (জেএসইউএস)
- টেরে ডে-স হোমস ইটালিয়া (টিডিএইচ ইটালিয়া)
- নিজেরা শিখি
- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (এসইউএস)
- সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এ্যালায়েনস্ (এসইডিএ)

গণসাক্ষরতা অভিযানের কতিপয় প্রকাশনা

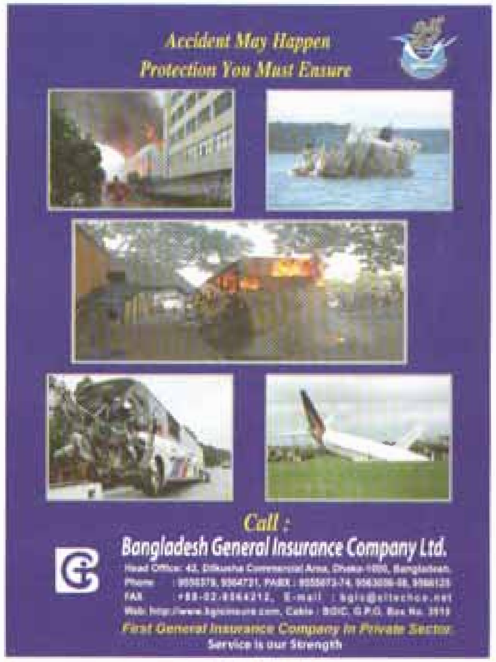

SIZE: H 2.9 in x W 8.27 IN

DBH HOME LOANS

EVERYONE
BENEFITS
FROM EXPERT
ADVICE

09612 222888

DBH
The Specialist in Housing Finance

আমরা ৩৫ বছর ধরে সাফল্যের সাথে কাজ
করে আসছি। ভবিষ্যতে আরো সফলতার
সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করছি।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর
২৫ বছর পূর্তিতে
আমাদের অভিনন্দন

আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল: ০১৯৭১-১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

Standard Chartered
Here for achievers
You are focused on developing the next big thing. Making a difference. As your career takes shape, you want a bank to help manage your financial future. With expert guidance you can trust. That's good for your ambition.
Here for good
sc.com/hereforgood

GREEN DELTA INSURANCE

CELEBRATING 30 YEARS OF GREEN DELTA INSURANCE

future is green

THANK YOU!

OUR SUBSIDIARIES

GREEN DELTA Securities Limited

GREEN DELTA Capital Limited

PROFESSIONAL ADVANCEMENT BANGLADESH

GD ASSIST